৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২ ফাল্গুন – ৮ ফাল্গুন, ১৪৩১ ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 16, 15 February - 21 February, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নদিয়ার কল্যাণী শহরের মধ্যে চলা বাজি

কারখানার বিস্ফোরণে প্রাণ গেল ৪ মহিলার। বজবজ, দত্তপুকুর, এগরার পর কল্যাণী প্রমাণ করল নেতা পুলিশ মদতে এরাজ্যে সর্বত্র নির্বিবাদে চলছে বেআইনি বাজি কারখানা।

রবিবার : দুর্নীতি বিরোধিতাকে পুঁজি করে ক্ষমতায় আসা অরবিন্দ

কেজরিওয়াল ক্ষমাতাচ্যুত হলেন সেই দুর্নীতির দায়ে। বহুদিন বাদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় ফিরল ভারতীয় জনতা পার্টি। কংগ্রেস রয়ে গেল শূন্যতেই।

সোমবার : দলের ভিতরের বিক্ষোভ প্রতিবাদ আর সামলাতে

পারলেন না। শেষ পর্যন্ত মনিপুরের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন এন বীরেন সিংহ। মণিপুরে লাগাতার হিংসায় ক্রমশ বাড়ছিল চাপ।

মঙ্গলবার : অনেক টানা পোড়েনের পর সুপ্রিম কোর্টে

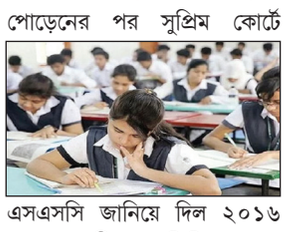

এসএসসি জানিয়ে দিল ২০১৬ সালের পরীক্ষার ভিত্তিতে ২৬ হাজার নিয়োগের মধ্যে মেধা তালিকায় গড়মিল করে ৫৪৮৫ জনের নিয়োগ হয়েছে। সিবিআই বলছে এর সঙ্গে যুক্ত হবে ওএমআর শিটের কারচুপি।

বুধবার : ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম এআই শীর্ষ সম্মেলনের

উদ্বোধনে ভাষণ দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী দ্বিতীয় এআই সম্মেলন ভারতে করার প্রস্তাব দিলেন তিনি। সেই প্রস্তাব মেনে নিল ফরাসি সরকার।

বৃহস্পতিবার : মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগরাজে কুম্ভ স্নান করলেন ১

কোটি ৮০ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী। বিপুল ভিড় হল গঙ্গাসাগর সহ দেশের নানা প্রান্তের গঙ্গার ঘাটে। হুগলির ত্রিবেণীর সঙ্গমেও দেখা গেছে প্রচুর সাধু সন্তদের সমাগম।

শুক্রবার : নানা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে হিংসা ঠেকাতে

মণিপুরে জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। কেন্দ্রে ১১ বছরের বিজেপি শাসনে এই প্রথমবার কোনো রাজ্যে জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। এবার দেখার কেন্দ্রের অধীনে মণিপুরে জাতি দাঙ্গার অবসান ঘটে কিনা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নতুন উপাদানের সন্ধানে বাংলার রাজনীতি

ওঙ্কার মিত্র

বাংলায় নির্বাচন আগামী বছর। বঙ্গ রাজনীতি বিশেষ করে শাসক দলের গতিবিধি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলার বর্তমান শাসক দল ও তার নেত্রী বেশ কিছুদিন ধরেই নিজের দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছেন। যে নেত্রী কিছুদিন আগেও নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে দিতে চাইছিলেন, যিনি বলেছিলেন তিনটে প্রজন্ম তৈরী করে দেওয়ার কথা তিনিই এখন দলটা আমিই চালাবো বলে দলের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে নিতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে দলের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন নব প্রজন্মের হাত ধরে দলে যে কর্পোরেট কালচারের আমদানি হয়েছে তা কার্যত মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে দলকে। উল্টে দলে ক্ষমতার দুটি কেন্দ্রবিন্দু তৈরী হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল স্তরে দল ভাগ হয়েছে মাদার–যুব দুই গোষ্ঠীতে। তাই নিজের হাতে গড়া দলকে তিনি এই বিড়ম্বনা থেকে বার করতে বদ্ধপরিকর। বার বার দলের পদাধিকারীদের ডেকে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন তাঁর কথাই দলে শেষ কথা। এমনকি নব প্রজন্মের আইকন যেহেতু নিজের ভাইপো তাই তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কোনো পরিবার নেই।

হঠাৎ মমতা নতুন প্রজন্মের উপর আস্থা হারালেন কেন, সেটাই এখন চর্চার বিষয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে মমতা দেখেছেন তাঁর তৈরী নতুন প্রজন্ম তাঁকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে। প্রবীণ নেতারা যেন দল থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছেন। প্রশাসনে তাঁর গ্রিপ যেন আলগা হচ্ছে। তাই আর দেরি না করে দলের রাশ নিজের হাতে নিতে সরাসরি মাঠে নেমে পড়েছেন তিনি। এমনকী আগামী নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই তিনিই করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। দলে একজন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকা সত্ত্বেও বিধায়কদের দেওয়া তালিকা জমা নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন এক প্রবীণ নেতাকে। দলে বদল আনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তাঁর তালিকাও মমতা গ্রহণ না করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি না চাইলে সে সব সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন, এর কোনো প্রতিঘাত পড়বে কি শাসক দলে? দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা সাংসদ অভিষেক এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময় দলের দায়িত্ব না দিয়ে নিজের এলাকায় থাকবেন বলে গোঁসা করেছিলেন। এবার নিজের দলের সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক তাঁর এলাকার সাতটা বিধানসভায় সেবাশ্রয় নামে স্বাস্থ্য কর্মসূচী চালাচ্ছেন যার পোস্টারে না আছে নেত্রীর ছবি না আছে দলের লোগো। তবে কি সরকার, দল বাদ দিয়ে অভিষেক নিজের আলাদা সত্তা প্রতিষ্ঠায় নেমেছেন?

এরপর পাঁচের পাতায়

তেল প্রকল্পে সম্মতি দান

জীবনের মান বদলের দিন গুণছে অশোকনগর

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে কয়েক বছর আগেই ভূ–গর্ভস্থ বিপুল তেল ভাণ্ডারের সন্ধান পায় ওএনজিসি(অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন) ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কেন্দ্রিয় সংস্থা এমনই হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি জানায়। এরপর ওএনজিসির তরফ থেকে মাটি পরীক্ষার পর তেল প্রাপ্তির সন্ধান নিশ্চিত হতেই তারা অশোকনগরের বাইগাছিতে ২০১৮ সাল নাগাদ খনন কার্য শুরু করে।

অপরিশোধিত তেল পরীক্ষা করে তার মান যথেষ্ট উন্নত এমনকী মুম্বাইয়ে প্রাপ্ত এড অয়েলের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকায় কেন্দ্রিয় সরকারের তরফে তেল উত্তোলনে সবুজ সংকেত প্রদান করা হয়। এই খবরে এলাকার মানুষ যথেষ্ট আশান্বিত হন। কারণ এমনটা হলে অশোকনগরের অর্থনৈতিক চিত্রপট পরিবর্তন সহ ব্যাপক কর্মসংস্থানের দিশা দেখা দেবে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওএনজিসির তরফ থেকে রাজ্যের কাছে পেট্রোলিয়াম পুরসভার তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট ৫ একর জমি মঞ্জুর করার পর ওএনজিসি সেই এলাকা ঘিরে ফেলে। তৎকালীন কেন্দ্রিয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শণ করে বানিজ্যিক খনন কার্য ও তেল উত্তোলনের প্রতিশ্রুতিও দেন এলাকাবাসীকে। এরপরেই প্রয়োজনীয় জমিজটে আটকে পড়ে এই বিরাট সম্ভাবনা। এমনটাই মন্তব্য স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই প্লান্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যাওয়ায় তা বিলীন হয়ে যায়। ওএনজিসির তরফ থেকে জানানো হয়, এখানে ভূ–গর্ভস্থ যে বিপুল পরিমান তেল ভাণ্ডার রয়েছে, তা উত্তোলনের জন্য আরও অনেক অনুমোদন প্রয়োজন।

সম্প্রতি অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে বাণিজ্যিক তেল উত্তোলনে ওএনজিসিকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়ায়, আবার শুরু হয়েছে, তেল উত্তোলন কর্মকাণ্ড।

এরপর পাঁচের পাতায়

বজবজে সিন্ডিকেট রাজ গুলি, অভিযুক্ত ৪৩

কুনাল মালিক : ১২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড ও উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানা লাগোয়া একটি গোডাউন নির্মাণের ক্ষেত্রে ইমারতী দ্রব্য সরবরাহকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেট রাজ কায়েম করতে শাসকদলের ২ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুড়ি মুড়কির মত বোমা পড়ে এবং গুলিও ছোড়া হয়। ঘটনার পরই বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সূত্রের খবর ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর লুৎফর হোসেনের অনুগামী ও উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী শেখ হিরোর অনুগামীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। নির্মীয়মান একটি গোডাউনে কোন পক্ষ ইমারতী দ্রব্য সরবরাহ করবে এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল। এই ঘটনার পরেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কড়া মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে এই ঘটনার ব্যাপারে এবং শাসকদলের নেতাকর্মীদেরও সংযত হতে বলেছিলেন। তারপরই বজবজ থানার পুলিশ ৪৩ জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র মজুদ বোমা ছোড়া গুলি ছোড়া এবং খুনের চেষ্টা সহ নানা ধারায় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত এর আগেও বজবজ ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লক এবং বজবজ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে শাসকদলের নেতাদের গোষ্ঠী সংঘর্ষের কারণে এবং সিন্ডিকেট রাজ স্থাপনের জন্য আরো অনেক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যা শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে বিড়ম্বনার মাঝেমধ্যেই ফেলেছে। অনেকেই মনে করছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপর হওয়াতেই পুলিশ এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে পারল।

আশা–আশঙ্কায় রাজ্য বাজেট

নদীবাঁধে ২০০ কোটি, প্রহসন বললেন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : রাজ্যের মধ্যে সুন্দরবন এলাকায় নদীবাঁধের সমস্যা দীর্ঘদিনের। প্রতিনিয়ত বর্ষাকালে কিংবা অমাবস্যা–পূর্ণিমার ভরা কোটালে নদীবাঁধ ভাঙনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নদীবাঁধ ভাঙন প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বিগত ২০০৯ সালের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ উপকূলেও তীব্র গতিতে আছড়ে পড়েছিল ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'। বছরে বছরে হওয়া এই ঘূর্ণিঝড়গুলির ধাক্কায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে শুরু করে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটেছিল সমগ্র সুন্দরবন সহ রাজ্যে। ঘটেছিল নদীবাঁধ ভেঙে জলোচ্ছ্বাস। নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল অসংখ্য বসতবাড়ি, কৃষিজমি। বর্তমানে সুন্দরবনের নদীবাঁধের অবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ। সুন্দরবনের মোট নদীবাঁধ ৩৫০০ কিলোমিটার। বিগত আয়লাতে ৭৭৮ কিমি নদীবাঁধ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রের তৎকালীন ইউপিএ সরকার শুধুমাত্র সুন্দরবনের নদীবাঁধ সংস্কারের জন্য ৫০৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনকী সুন্দরবনের নদীবাঁধ নিয়ে মাষ্টার প্ল্যান করার কথা বার বার বলা হলেও তা আজও অথৈই জলে। কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা প্রায় সমস্তটাই ফেরত চলে যায়। সেই থেকে আজও দুঃশ্চিন্তায় কাটাতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্য বাজেটকে ধিক্কার জানিয়ে পথে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মীরা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের পক্ষ থেকে বাজেট পেশ করা হলেও রাজ্য বাজেটে মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য কোন কিছু ভাবেনি রাজ্য সরকার। আর তা নিয়েই এবারে পথে নামল মিড ডে মিল কর্মীরা। সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল মোড় থেকে বাটা পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত একটি ধিক্কার মিছিল করা হয়। তাদের দাবি রাজ্য সরকার মিড ডে মিল কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেও দিনের পর দিন তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছে। পাশাপাশি তাদের দাবি ১০ মাসের জায়গায় ১২ মাসের বেতন নিশ্চিত করতে হবে ও কাজের স্থায়ীকরণ সহ তাদের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যে দাবিকে সামনে রেখে আজ ধিক্কার মিছিলে শামিল হন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের মিড ডে মিল কর্মীরা। তাদের দাবি না মানা হলে আগামীদিনের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে তারা।

গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণে বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির পূর্ণলগ্নে মোক্ষ লাভের আশায় দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ্য পুণ্যার্থীরা ছুটে আসে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে গত বছর বাজেটে গঙ্গাসাগরের সেতু নির্মাণের ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চলতি বছরের বাজেটে সাগরবাসীদের জন্য সুখবর দিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বাজেটে গঙ্গাসাগরের সেতুর জন্য অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য এই সেতুর কাজ শেষ করতে ৪ বছর সময় লাগবে এবং সরকারিভাবে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে আগেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেতুটি ৫ কিমি লম্বা এবং ৪ লেনের। নাম হবে গঙ্গাসাগর সেতু। এই সেতু নির্মাণে রাজ্য সরকার কাকদ্বীপে ৭.৯৫ একর জমি এবং কচুবেড়িয়ায় ৫.০১ একর জমি ক্রয় করে। প্রসঙ্গত এই সেতু প্রথমে তৈরির কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ছিল, শেষপর্যন্ত কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ কেন্দ্র করেনি। তাই রাজ্য সরকারই এই সেতু বানানোর উদ্যোগ নেয়। গঙ্গাসাগর মেলায় যাতায়াতের জন্য জলপথের উপরেই নির্ভর করতে হয় পুণ্যার্থীদের। গঙ্গার জোয়ার ভাটার জেরে অনেকসময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষাও করতে হয়। তাই মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি মেনেই মুড়িগঙ্গা নদীর উপর গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি করতে চলেছে রাজ্য, এমন ঘোষণা হয়েছিল গত বছরের বাজেটে। এবার আরও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্তে সেতু নির্মাণের কাজে যে গতি বাড়বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গঙ্গাসাগরে আসা এক পুণ্যার্থী জানান, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ মুড়িগঙ্গা নদীতে চর জেগে ওঠার কারণে ভেসেল চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হয় পুণ্যার্থীদের। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় গঙ্গাসাগরবাসী এবং তীর্থযাত্রীদের এটি বিরাট প্রাপ্তি।' এ বিষয়ে জয়দীপ্ত সরকার তিনি জানান, 'গঙ্গাসাগরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা হয়। প্রায় সময় ভেসেল পরিষেবা ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছে তা সাগরবাসীদের জন্য এবং গঙ্গাসাগরে আসার তীর্থযাত্রীদের জন্য বিরাট ঘোষণা। সেতু হয়ে গেলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

অমৃতের খোঁজে এবার কুম্ভ বাঙালিময়

সুখেন্দু হীরা

অবশেষে যাত্রা হল শুরু। হাওড়া থেকে রাত ৯:৫৫–এ কালকাগামী নেতাজি এক্সপ্রেস। বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রবেশ করলে ট্রেনের কামরা বিনা সংরক্ষণের মহাকুম্ভ যাত্রীদের দখলে চলে যাবে। আর.পি.এফ, টি.টি. কাউকে বলে লাভ হবে না। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। অবাক করে পথে কোনও হামলা হল না এবং প্রয়াগরাজ স্টেশনে ওই ট্রেন থেকে খুব বেশি তীর্থযাত্রী নামলেন না। স্টেশন পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। উপচে পড়া ভিড় নেই। কুম্ভ মেলার তথ্য সংক্রান্ত পুস্তিকা পাওয়া যাচ্ছে; এমনকি বাংলাতেও।

স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন এলাহাবাদ নিবাসী বাঙালি সাহিত্যিক অরুনকুমার রায়। যার কাছ থেকে আমরা প্রয়াগ যাত্রার হাজার রকম 'টিপস', 'সাজেশন' নিয়েছি। দুই টোটোতে ১০ জন গিয়ে হাজির হলাম প্রয়াগরাজ শহরের তুলারাম বাগের ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে। আশ্রমে পুরো বৃহৎবঙ্গ উঠে এসেছে; অসম, ত্রিপুরা সমেত।

প্রথম রাতেই বেড়াল মারতে হবে, অর্থাৎ প্রথম দিনেই সঙ্গমের স্নান সেরে নিতে হবে। মৌনী আমাবস্যাতে সঙ্গম পর্যন্ত যেতে পারব কিনা কে জানে? প্রায় ৪ কিমি দূরে সঙ্গম। হেঁটে চলেছি। কানে আসছে অসংখ্য বাংলা কথাবার্তা। কারও বাঙাল টান, কারও রাঢ়ের, কারওবা উত্তরবঙ্গের। সময় থাকলে শুধোচ্ছি কোথায় বাড়ি, কোথায় উঠেছেন। দেখলাম বাঙালি আখড়া কম বসেনি। চেনাশোনা আখড়া পেলাম ঝুসির দিকে সেক্টর ১৭ তে শ্রীশ্রী রাম রাধারমণ খালসা। নৈনির দিকে বাঁকুড়ার সোনামুখীর যোগেশকৃষ্ণ যোগাশ্রম। দুই আখড়াতেই গিয়েছিলাম, প্রসাদ পেয়েছি। প্রতি আখড়া একদিন সাধুসঙ্গ ভাণ্ডারা হয়, তাতেও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

রাধারমণ খালসা থেকে শোভাযাত্রা করে প্রয়াগের নগরদেবতা বেণীমাধবের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের দর্শণের ব্যবস্থা থাকে। দুই মন্দিরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আছে। কাছেই আছে নাগবাসকি মন্দির। সর্বত্রই বাংলায় হাকডাক শুনছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রচারের বিড়ম্বনায় পড়ে

অমৃতের অভিযানে রক্তচক্ষু পুলিশের

কুম্ভ মেলা থেকে ফিরে প্রণব গুহ

ভারতবাসী চিরদিন ধার্মিক, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণ চিরকাল বাঁধভাঙ্গা। ধর্মীয় আবেগের কাছে প্রাণও তুচ্ছ। আর সেই আবেগকে প্রচারের ফানুসে সওয়ার করলে কি হতে পারে তার উদাহরণ এবারের কুম্ভ মেলা। কিছু বছর পর পর কুম্ভ আসে যায়। পুণ্য লাভের আশায় সেখানে ডুব দেন বহু মানুষ। কিন্তু এবারে যেভাবে তাকে ১৪৪ বছরের প্রচারের গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে অভূতপূর্ব উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ভারতজুড়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোটি কোটি মানুষ বেরিয়ে পড়েছে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে। তিনদিক দিয়ে পুণ্যার্থী ঢুকছে প্রয়াগরাজে। বিমান, ট্রেন নিয়মমাফিক চললেও লক্ষ লক্ষ গাড়ি ধারণ করার ক্ষমতা নেই রাস্তাগুলোর। নেই ট্রাফিক পুলিশ ও সিগন্যাল ব্যবস্থা। ফলে ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশের রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই। ২ ঘণ্টার রাস্তা পেরোতে সময় লাগছে ৪–৫ ঘণ্টা। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে পুলিশ কর্তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রয়াগরাজে না গিয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করছেন পুর্ণ্যাথীদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

সমবায় ব্যাঙ্কে ৯৪ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্কে জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিল্ড সুপারভাইজর, সুপারভাইজর, ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-।।। পদে ৯৪ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড-।।।) : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে: ৩৫,২৯০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে খড়দহ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

ফিল্ড সুপারভাইজর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড-।।।): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে : ২০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। চাকরি হবে বর্ধমান কো-অপারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

সুপারভাইজর (গ্রেড-।।।): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে: ২৭,৬৪৭ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভঅ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডে। সিনিয়র সেলসম্যান / সেলসগার্ল: উচ্চ মাধ্যমিক পাশরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে: ২৬,৯৬০ টাকা। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.-এ ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি.-বি ক্যাটেগরি ১)। চাকরি হবে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে। ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার : মোট অন্তত ৫০ (তপশিলী হলে ৪৫) শতাংশ নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ৬ মাসের কোর্স পাশ হতে হবে। শুরুতে মাইনে: ৩৭,০৪১ টাকা। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে দ্য কালনা টাউন ক্রেডিট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

সেলস কাম জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট : কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক কোর্স পাশ হতে হবে। শুরুতে মাইনে: ১৮,২৪১ টাকা। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। চাকরি হবে বিধাননগর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে।

ক্যাশিয়ার কাম ক্লার্ক (গ্রেড-সি): উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকলে যোগ্য। শুরুতে মাইনে: ১২,৭২৯ টাকা। শূন্যপদ : ৮টি (জেনাঃ)। চাকরি হবে দ্য ব্যটিরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে। অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড-।।।) যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে: ৩৫,৯০৬ টাকা। শূন্যপদ ৯টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৩, জেনা-ই.সি. ১)। চাকরি হবে দুর্গাপুর স্টিল পিওপিলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে বি.কম অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে। শুরুতে মাইনে : ৩৪,৬০২ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ ৩, তঃউজাঃ ১)। চাকরি হবে বেনফিসে।

জেনারেল ডেয়ারি ওয়ার্কার: উচ্চমাধ্যমিক পাশরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক জ্ঞান থাকলে যোগ্য। ডেয়ারি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে: ৯,৯৫৬ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.-এ ক্যাটেগরি ১)। চাকরি হবে ইছামতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে সায়েন্স বা, কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের অন্তত ছয় মাসের কোর্স পাশ হতে হবে। এম.বি.এ. পাশ হলে ভালো হয়। শুরুতে মাইনে: ৩১,৬২২ টাকা। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১)। চাকরি হবে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেডে।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫"র হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি.রা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সব ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক, উচচমাধ্যমিক বা, সমতুল যোগ্যতায় প্রথম/দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা বিষয় থাকতে হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 02/2025.

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভসার্ভিস কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে, কলকাতায়। দু"টি পেপারের পরীক্ষা হবে। প্রথম পেপারে ২ ঘন্টার ৮৫ নম্বরের প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে: বাংলা, ইংরিজি, অঙ্ক, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ক্ল্যারিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। দ্বিতীয় পেপারে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভটাইপের প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও বাংলা বিষয়ে। সফল হলে ইন্টারভিউ আর কম্পিউটার টেস্ট। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওয়েবসাইট থেকে।

দরখাস্ত করতে পারবেন অনলাইনে ১ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.webc-sc.org এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৬৫০ (তপশিলী হলে ২৫০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং / ডেবিট কার্ড / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেবেন। এরপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ রিসিপ্ট তৈরি হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তাতে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে, তা যত্ন করে রেখে দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

উত্তর-পূর্ব রেলে ১,১০৪ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোরখপুর : উত্তর-পূর্ব রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,১০৪ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, টার্নার। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২৪-১-২০২৫"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক"টি শূন্যপদ গোরখপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ৪১১টি। এর মধ্যে ফিটার ১৪০টি (জেনাঃ ৫৭, তঃজাঃ ২১, তঃউঃজাঃ ১০, ও.বি.সি. ৩৮, ই.ডব্লু.এস. ১৪, প্রাঃসঃকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৬)। ওয়েল্ডার ৬২টি (জেনাঃ ২৫, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৬, প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৭টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। কার্পেন্টার ৮৯টি (জেনাঃ ৩৬, তঃজাঃ ১৩, তঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৯, প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩)। পেইন্টার ৮৭টি (জেনাঃ ৩৫, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৯, প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩)। মেশিনিস্ট ১৬টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)।

গোরখপুর ক্যান্ট সিগন্যাল ওয়ার্কশপে ৬৩টি। এর মধ্যে ফিটার ৩১টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮. ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২)। মেশিনিস্ট ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। ওয়েল্ডার ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্পেন্টার ৩টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ১)। টার্নার ১৫টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রতিবন্ধী ১)। গোরখপুর ক্যান্ট ব্রিজ ওয়ার্কশপে ৩৫টি। এর মধ্যে ফিটার ২১টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। মেশিনিস্ট ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ওয়েল্ডার ১১টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)।

ইজ্জতনগর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ১৫১টি। এর মধ্যে ফিটার ৩৯টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১০, ই.ডব্লু.এস. ৪, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২)। ওয়েল্ডার ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫. তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। কার্পেন্টার ৩৯টি (জেনাঃ ১৫, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩২টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৯. ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। পেইন্টার ১১টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রাঃসঃকঃ ১)।

ইজ্জতনগর ডিজেল শেডে ৬০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। মেকানিক ডিজেল ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)।

ইজ্জতনগর ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ৬৪টি। ফিটার ৬৪টি (জেনাঃ ২৬, তঃজাঃ ১০. তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৬, প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ৩)। লখনৌ জংশন ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ১৫৫টি। এর মধ্যে ফিটার ১২০টি (জেনাঃ ৪৯, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৯, ও.বি.সি. ৩২, ই.ডব্লু.এস. ১২, প্রাঃসঃকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৫)। ওয়েল্ডার ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। কার্পেন্টার ১১টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রতিবন্ধী ১)। ট্রিমার ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। মেশিনিস্ট ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। পেইন্টার ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)।

গোন্ডা ডিজেল শেড ৯০টি। এর মধ্যে ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। মেকানিক ডিজেল ৫৫টি (জেনাঃ ২৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৫, ই.ডব্লু.এস. ৫, প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ২)। ফিটার ১৩টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, প্রতিবন্ধী ১)। বারাণসী ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ৭৫টি।এর মধ্যে ফিটার ৬৬টি (জেনাঃ ২৬, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৮, ই.ডব্লু. এস. ৭, প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩)। ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ)। কার্পেন্টার ৩টি (জেনাঃ)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ)। ট্রিমার ২টি (জেনাঃ)।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NER/RRC/Act Apprentice/2025-26, 24.01.25. Dated ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণ পত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচচ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ ফেব্রুয়ারির পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.ner.indianrailways.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য এইসব প্রমাণ পত্র স্ক্যান করে নেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, ই.ডব্লু.এস. সার্টিফিকেট। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট - ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, ই.ডব্লু.এস., প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিমা সংস্থায় ৫৫ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা, অ্যাগ্রিকালচার ইনসিওরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে ৫৫ জন লোক নিচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য অ্যাকচুয়ারিয়াল। স্ট্যাটিস্টিক্স, অঙ্ক, অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স, ইকনমিক্স, অপারেশন রিসার্চ বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি। ইনফর্মেশন টেকনোলজি। কম্পিউটার সায়েন্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি (বি.ই./বি.টেক.) কোর্স পাশরা যোগ্য। এম.সি.এ. কোর্স পাশরাও আবেদন করতে পারেন। সব ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। শূন্যপদ: ২০টি।

জেনারেলিস্ট। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৩০টি। বয়স হতে হবে ১-১২-২০২৪র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে, ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিংয়ে নেওয়া হবে। মাইনে প্রথম বছর মাসে ৬০,০০০ টাকা। মোট শূন্যপদের মধ্যে জেনাঃ ১৬টি, ও.বি.সি. ১৯টি, তঃজাঃ ৯টি, তঃউঃজাঃ ৫টি, ই.ডব্লু.এস. ৩টি)। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য অনলাইন পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা/ গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, আগরতলা, ভুবনেশ্বর, পটনা, রাঁচী, গুয়াহাটি, দিসপুর, ডিব্রুগড়, গয়া, মজঃফরপুর, জামশেদপুর, কটক, রৌরকেলা।

জেনারেলিস্ট পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ১৪০ নম্বরের ১৪০টি অবজেক্টিভটাইপের প্রশ্ন হবে রিজনিং-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইনসিওরেন্স অ্যাওয়ারনেস-৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার লিটারেসি-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় ২ ঘন্টা। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ১০ নম্বরের ২টি প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ইংরিজি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা, প্রেসি লেখা। সময় থাকবে ৩০ মিনিট।

অ্যাকচুয়ারিয়াল পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ১৪০ নম্বরের ১৪০টি অবজেক্টিভটাইপের প্রশ্ন হবে রিজনিং-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইনসিওরেন্স অ্যাওয়ারনেস-১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্না, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্টিটিউড ও কম্পিউটার লিটারেসি-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, পেশাগত নলেজ -৬০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় ২ ঘণ্টা। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ১০ নম্বরের ২টি প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ইংরিজি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা, প্রেসি লেখা। সময় থাকবে ৩০ মিনিট।

ইনফর্মেশন টেকনোলজি পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ১৪০ নম্বরের ১৪০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে রিজনিং-১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইনসিওরেন্স অ্যাওয়ারনেস-১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার লিটারেসি-১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, পেশাগত নলেজ-১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় ২ ঘন্টা। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ১০ নম্বরের ২টি প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ইংরিজি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা, প্রেসি লেখা। সময় থাকবে ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর - কাটা হবে। সফল হলে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.aicofindia.com অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২০০) টাকা ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার, ময়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড বা, মোবাইল ওয়ালেটে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে ফী ডিটেলস আপডেট করে ও ফটো আর সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণ পত্রের মূল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

অর্থনীতি

বাজার দিক নির্দেশ করতে পারছে না

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

একদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত বিক্রির চাপ তার সাথে যুক্ত হয়েছে ট্রাম্পের শুল্ক নীতি অপরদিকে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সেই প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার আপ্রাণ সংগ্রাম এই দুটোর সামনে বাজার দিকভ্রান্ত। মিড ক্যাপ শেয়ারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি চলছে, ক্রমাগত রক্তক্ষরণ চলছে শেয়ার মার্কেটে লগ্নিকারীদের। তবে আসার কথা এই যে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা তুলে নেওয়ার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল সেটা কিছুটা হলেও কমতে শুরু করেছে এবং এই পড়ন্ত বাজারে নতুন করে কেনাকাটাও শুরু হচ্ছে তাই বাজার বার বার নিচে পড়লেও আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এর সূচক নিফটি ২৩০০০ এর কাছাকাছি রয়েছে এবং ভোলাটিলিটি এতটা বেড়েছে যে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছেই না যে, স্বল্পকালীন সময়ে রেঞ্জ কত থাকবে। বিগত সপ্তাহে আমরা যে রেঞ্জ দিয়েছিলাম বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল তথাপি আগামী সপ্তাহে বাজার ২৩৫০০ থেকে ২২২০০ এই লেভেলের মধ্যে থাকতে পারে অর্থাৎ ২২৮০০ এর যে লেভেল গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা ভেঙে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে কেন না শুল্কযুদ্ধ, টাকার ক্রমাগত দাম কমে যাওয়া, বাংলাদেশ সমস্যা এই বিষয়গুলো হয়তো একটা দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। দেশীয় অর্থনীতির যে ডেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা খুব একটা আশাপ্রদ না হলেও এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক ঋণ নীতি বাজার যতটা আশা করেছিল অর্থাৎ ৫০ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত কমা সেটা না হলেও ২৫ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত কমার কারণে বাজারে অর্থের জোগান বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ না হওয়া প্রসঙ্গে যেসব বিবৃতি দিচ্ছেন সেগুলো নির্দেশ করছে আগামীদিনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দৃঢ় হবে। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে অনেক ভালো ভালো কোম্পানির শেয়ার বিশেষ করে লার্জ ক্যাপ কোম্পানিগুলো শেয়ার খুব ভালো দামে পাওয়া যাচ্ছে। এবং লগ্নিকারীরা তাতে আকৃষ্ট হচ্ছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। জমি বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে জটিলতা বৃদ্ধি। শ্লেষ্মাজনিত রোগে শয্যাশায়ী হতে পারেন। জলে ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অধ্যাবসায়, পরিশ্রম স্বত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অসম্মানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিদেশে সুযোগ আসতে পারে। সন্তানকে ন

ক্রাইম ডেস্ক

গরু চুরির দায়ে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : এক রাতের মধ্যেই জয়পুর ও কোতুলপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে গরু চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল ৩ জন দুষ্কৃতিকে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তার ৯ জন। গত ১৯ জানুয়ারি রাত্রে জয়পুর কোতুলপুর থানা এলাকার একই সঙ্গে ৫টি জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি গরু চুরির ঘটনা ঘটে। একই সাথে একাধিক জায়গায় চুরির ঘটনার ফলে বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ ও এসডিপিওয়ের নেতৃত্বে ৫জন অফিসারের এক বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। চুরির ঘটনার মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পায় পুলিশ। তাদেরকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো কয়েকজনের সন্ধান পায় পুলিশ। গতরাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলা থানা এলাকা থেকে ইমরান নস্কর, শেখ সিরাজ ও শেখ বিধি বলে ৩জন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ অভিযুক্তদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় জয়পুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। এবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ক্যানিংয়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বেশ কিছুদিন আগে ক্যানিং হাসপাতাল পাড়া এলাকা থেকে কাশ্মীরের ১ জঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছিল কাশ্মীরের পুলিশ। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের বাদামতলা এলাকা থেকে বাংলাদেশী এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতের নাম হাবিবুল্লা গাজী। বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর থানা এলাকায়। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয় পুলিশের তরফে। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর, ধৃত বাংলাদেশি যুবক ইছামতি নদী পার হয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। পরে ক্যানিংয়ের বাদামতলা এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় মানুষ ওই যুবককে ধরে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ ওই বাংলাদেশী যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত বাংলাদেশী ওই যুবক জানিয়েছে, 'এক ঠিকাদারের হাত ধরে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল সে। তারপরে ক্যানিং এলাকার একটি ইটভাটা কাজ করছিল। দীর্ঘ প্রায় ৪মাস ইটভাটায় সে কাজ করেছে।' কি কারণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল, সে বিষয়ে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

অন্ধকারে গাছ কাটা রুখল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার রাতে রামপুরহাট ১নং ব্লকের মাসরা গ্রামপঞ্চায়েতের কর্মরত পুলিশকমীরা হস্তিকান্দা জঙ্গলে গাছ কাটার শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে কিছু দুস্কৃতী বনের জমি থেকে গাছ কেটে চুরি করছে। ২টি লাল চন্দন গাছ সহ বেশ কিছু গাছ কেটে ফেলেছে। ৪ দুস্কৃতী সহ একটি ট্রাক্টর, একটি মোটরসাইকেল, একটি ছোট গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। কাটা গাছগুলো কাছের ফরেস্ট অফিসে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকাকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : ফাঁকা বাড়ির সুযোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুলতলিতে। নাবালিকার বাবা ও মা ছিলেন বাইরে, দিদি গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, সেই সুযোগে প্রতিবেশী কাকা বাড়ির মধ্যে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। নাবালিকার চিৎকার শুনতে পান অন্য প্রতিবেশীরা এসে দেখেন ঘরে সদর দরজায় তালা লাগানো। পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে দেখেন ঘরের মধ্যে নগ্ন অবস্থায় চিৎকার করছে ওই নাবালিকা, তখন ঘরের মধ্যেই ছিল অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। শুরু হয় বেধড়ক মারধর। খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কুলতলি থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। নির্যাতিতার দিদি বলেন, '১১ ফেব্রুয়ারি আমি বাড়িতে ছিলাম না ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে প্রতিবেশী কাকা বাড়িতে ঢুকে আমার বোনের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটায়। এরপর স্থানীয়রা যখন খবর দেয় আমি গিয়ে দেখি আমার বোন বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আমি চাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।' এই বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, 'ইতিমধ্যেই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয় আমরা খতিয়ে দেখছি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।'

ধর্ষণের অভিযোগে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউটাউন থানার অন্তর্গত গৌরাঙ্গ নগর এলাকায় ৮ বছর কিশোরীকে ধর্ষণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতিবেশী পাপ্পু বণিককে যাবজ্জীবন সাজা দিল বারাসাত পক্সো আদালত। ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালে অক্টোবর মাসে ২৪ তারিখ। বারাসাত পক্সো আদালতের স্পেশাল আইনজীবী গৌতম কুমার সরকার জানান, অভিযুক্তের মেয়ের সাথেই ওই ৮ বছরের কিশোরী ঘরেই খেলছিল। অভিযোগ নিজের মেয়েকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে প্রতিবেশী ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে নিউটাউন থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘদিন শুনানির পর আজ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা দিল বারাসাত পক্সো আদালত। পাশাপাশি ৫০০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ডুবে যাওয়া বার্জ থেকে উদ্ধার ১২ জন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বজবজ থেকে ছাই বোঝাই করে মুড়িগঙ্গা হয়ে সাগরে যাওয়ার পথে ঘোড়ামারার কাছে বাংলাদেশের একটি বার্জ ডুবে যায়। বার্জ থেকে উদ্ধার ১২ জন বাংলাদেশি ধীবরদের উদ্ধার করলেন ভারতীয় মৎস্যজীবীরা। নিরাপদভাবে উদ্ধার করার পর নিয়ম মেনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর থানার পুলিশের হাতে তাঁদের তুলে দেওয়া হয় তাদের। আইন মেনে এরপর তাদের হস্তান্তরিত করা হবে বাংলাদেশের হাতে। পাটাতন ফেটে জল ঢোকার কারণে এই বিপত্তি ঘটে বলে খবর। সে সময় উপস্থিত থাকা স্থানীয় মৎসজীবীরা এগিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় সাগর থানায়। পুলিশ এসে তাঁদের নিয়ে যায়। বাংলাদেশি মৎসজীবীরা জানায়, 'যে পাইলট তাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তিনি আগে ভাগে চলে যাওয়ায় বিপত্তি ঘটে। লোকেশন দেখে তাদের বাংলাদেশে যেতে বলেন। কিন্তু বার্জ ছাড়তেই ঘোড়ামারার কাছে চলে আসে বার্জ। সাগরের মৎস্যজীবীরা মাছের ট্রলার নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে তাদের। এভাবে প্রতিবেশী দেশের মৎস্যজীবীরা তাদের প্রাণ বাঁচানোয় কৃতজ্ঞতা জানান তারা। তবে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতেই তাদের সবাইকে চিকিৎসার জন্য সাগর ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে বর্তমানে।

ডাকাতদের কবলে মৎস্যজীবির দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: সুন্দরবনে ২টি নৌকায় ঘটলো ডাকাতির ঘটনা। ১২ ফেব্রুয়ারি মৎস্যজীবীদের নৌকা ২টি সুন্দরবনের খোলাখালি জঙ্গলে যখন কাঁকড়া ধরছিল সেই সময় ১০–১২ জনের এক ডাকাত দল হানা দেয় ওই মৎস্যজীবীদের নৌকাতে। পাশাপাশি থাকা ২টি নৌকার কর্মীদের বেধড়ক মারধর ও লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। টাকা–পয়সা, কাঁকড়া, মাছ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে নেয় ডাকাত দলের সদস্যরা। যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য তদের মোবাইল ফোনও কেড়ে নেয়। ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানানো হয়েছে সুন্দরবন ছোট মোল্লাখালি উপকূলীয় থানাতে। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। পুলিশের তরফ থেকে মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে ডাকাতদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। এই মৎস্যজীবী দল যারা সুন্দরবনের কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল তাদের সকলের বাড়ি সাতজেলিয়া এলাকাতে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে ডাকাত দলটি বাংলাদেশের না এদেশীয় তারও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

ফের পাচারে ফিরছে বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়লা, গরু, বালি থেকে বিস্ফোরক ওআচার নিয়ে কম তোলপাড় হয়নি রাজ্যে। তদন্ত, গ্রেপ্তর, জেল সবই চলেছে নিয়মমাফিক, বেশ কয়েক বছর জেল খেটে পাচারের পান্ডা বলে কুখ্যাত অনুব্রত মণ্ডল জামিন পেয়ে ফিরে এসেছেন জেলায়। কিছুদিন লুকিয়ে চুরিয়ে থেমে থাকার পর ফের পাচারে ফিরেছে বীরভূম। এখন প্রকাশ্যেই সেখানে পাচারের রমরমা। বুধবার সন্ধ্যায় সুলতানপুর আন্ত:রাজ্য সীমান্তে নাকা চেকিং করার সময় একটি বোলারো গাড়ী থেকে ৬০ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিশ। প্রতি ব্যাগে ৫০ কেজি করে অর্থাৎ মোট ৩০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। দুমকার ২ বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ১০ ফেব্রুয়ারি মনসুবা মোড়ে ১৪ নং জাতীয় সড়কে ৩২০ ব্যাগ অ্যামোনিয়া নাইট্রেট উদ্ধার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তেলেঙ্গানা রাজ্যের সাঙ্গারেড্ডি জেলার কোন্ডাপুর মণ্ডলের কোনাপুর গ্রামের বালাজি এন্টারপ্রাইজ থেকে ১৬ চাকা লরিতে বিস্ফোরক বোঝাই করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘর জেলার সিরসিয়া

নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি রাত দশটা মনসুবা মোড়ে ১৪ নং জাতীয় সড়কে লরিটিকে আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে লরি থেকে ৩২০ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে পুলিশ। প্রতি ব্যাগে ৫০ কেজি করে অর্থাৎ লরি থেকে মোট ১৬০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। লরির চালক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা রজু করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

দুদিন পর ১২ ফেব্রুয়ারি রাতের টহল ডিউটি চলাকালীন রামপুরহাট থানার এসআই চন্দ্রশেখর ঘোষ তারাপীঠ তোরণের কাছে মনসুবা মোড়ে একটি মোটর লাগানো ইঞ্জিন ভ্যান আটক করে। ভ্যান থেকে ৮টি লাল রঙের বিভিন্ন আকারের গরু উদ্ধার করে পুলিশ। ২জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল– ভ্যান চালক সিউড়ি থানার ধোলটিকুড়ি গ্রামের সাহেব শা(২৬) এবং খালাসী মহম্মদবাজার থানার দীঘলগ্রামের আসরাফুল শেখ(২৪)। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে নারায়ণপুর মিশনপাড়া মোড় থেকে একটি পিকআপ ভ্যান যার নং জেএইচ ০৪জি/৫৬১১ আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ভ্যান থেকে ৮টি গরু উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রামপুরহাট থানায় ৫০/২০২৫ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাতগাছিয়া বিধানসভায় শুরু সেবাশ্রয় কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।'এই জীবন দর্শনকে গ্রহণ করেই প্রতিটি দরজায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এনেছেন যুগান্তকারী মানবিক উদ্যোগ সেবাশ্রয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরটি ২ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সকল মানুষের কাছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার এই মানবিক প্রয়াস। সাতগাছিয়া বিধানসভায় শুরু হয় গত ১২ ফেব্রুয়ারি, চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরটি প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত চলবে। প্রতিটি অঞ্চলে ২ থেকে ৩টি করে, সমগ্র সাতগাছিয়া বিধানসভায় মোট ৪৪ টি সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে, যার মডেল ক্যাম্পটি হয়েছে বাখরাহাট অঞ্চলের নিবারণ দত্ত রোড, সাঁজুয়া, নতুন রাস্তার মোড়ে। ১৩ ফেব্রুয়ারি এই ক্যাম্পটি পরিদর্শণ করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। ১০ দিন ব্যাপী এই স্বাস্থ্য শিবিরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে– অর্থপেডিক, কার্ডিওলজিস্ট, চাইল্ড স্পেশালিস্ট, আই স্পেশালিস্ট, ডেন্টিস্ট, ইএনটি,

গাইনোকোলজিস্ট, ডার্মাটোলজিস্ট ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দেখাতে পারবেন সাধারণ মানুষেরা। এছাড়াও বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, ইউএসজি, ইসিজি, এম আর আই, এক্স–রে, ছানি অপারেশন, চশমা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা করা হবে। সব ধরনের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে এখান থেকেই পাওয়া যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে কোন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হলে সেখানেও মিলবে বিনামূল্যে পরিসেবা। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বাইক থেকে পড়ে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ১২ ফেব্রুয়ারি বিকালে বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া জয়দেব পোল এলাকায় বাইক থেকে পড়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বিশ্বজিত মণ্ডল ও দেবজ্যোতি মণ্ডল নামে দুই বাইক আরোহী। স্থানীয় যুবক অরবিন্দু মণ্ডল রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ২ বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তারা। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং তালদির দুই যুবক বাইক চালিয়ে বাসন্তীর আমঝাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বেসামাল হয়ে একটি টোটো গাড়িকে সজোরে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনা ঘটে।

আমাকে বাঁচান! জীবন্ত সাপ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আর্জি যুবকের

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং: ১২ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে জীবন্ত সাপ নিয়ে হাসপাতালে ঢুকল এক যুবক। জীবন্ত সাপ দেখতে হাজির হয় রোগী ও রোগীর পরিজনেরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে জরুরি বিভাগে কর্মরত ছিলেন ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়। সেইসময় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়ার ৯ নম্বর এলাকার যুবক পালান সরদার হাতে জীবন্ত সাপ নিয়ে হাজির হয়ে চিকিৎসকের কাছে কাতর আর্জি জানায়, স্যার আমাকে বাঁচান। রাতে বিছানা করে মুসারী টাঙিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় বাম পায়ে কেউটে সাপ কামড় দেয়। সাপ ধরে নিয়ে এসেছি। কর্মরত ডাঃ রায় ওই যুবকের চিকিৎসা শুরু করেন। তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রতিষেধক দেওয়া হয়। ডাঃ রায় জানান, 'সাপে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবক হাসপাতালে আসায় চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়েছে। তবে সাপ ধরে কিংবা মেরে আনা উচিত নয়। কারণে সাপ ধরতে গেলে দ্বিতীয়বার কামড় দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিষের মাত্রাও বাড়বে। বিপদ হতে পারে। গরমের পড়তেই চলতি বছরের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে কেউটের দাপট। সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। কারণ সাপের উপদ্রব বাড়বে। সেক্ষেত্রে কামড়ের ঘটনা ঘটবে।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের যাঁরা রক্ত দিলেন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ২১শে জানুয়ারী উল্টোডাঙ্গায় যে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হয়ে গেল যার শিকার হলেন শত শত ট্রেন যাত্রী। তাদের মধ্যে আজও যারা আহত অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে তাদের জন্য এ পর্যন্ত যে যে প্রতিষ্ঠান রক্ত দানের জন্য এগিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন), বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেহালা যুব কংগ্রেস এবং বৈদ্যপাড়া গার্লস স্কুল। ব্লাডব্যাঙ্কের জনৈক মুখপাত্র আমাদের প্রতিনিধিকে দুঃখ করে জানালেন বহু জায়গা থেকে রক্ত দেওয়ার আহ্বান এসেছে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ভ্রাম্যমান গাড়ী পাঠান হয়েছিল কিন্তু বহু জায়গা থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। যারা এই কাজে অগ্রনী হয়ে রক্তদান করেছেন তাঁদের তিনি ধন্যবাদ জানান এবং আহতদের প্রতি দরদী মন নিয়ে রক্তদানের কাজে এগিয়ে আসার জন্য দেশ–বাসীর কাছে একান্তভাবে আবেদন করেন।

৯ম বর্ষ, 15 ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, ১২ সংখ্যা

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া বাড়াতে উদ্যোগ স্কুল কর্তৃপক্ষর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: বর্তমানে বেসরকারি স্কুলের কাছে সরকারি স্কুল পিছিয়ে পড়ছে। পড়ুয়ার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে সরকারি স্কুলে। তাই সরকারি স্কুলে পড়ুয়া ফেরাতে উদ্যোগ নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত বছর নতুন ভবন তৈরি হয়েছে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ব্যানার্জির আবাদ প্রাথমিক স্কুলে। তারপরে প্রধান শিক্ষকও নিয়োগ হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে পড়ুয়ার সংখ্যা সে ভাবে বাড়েনি। তাই নতুন বছরে ওই স্কুলে পড়ুয়া টানতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এলাকায় মিছিল করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্কুল ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এক সময়ে এই স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ছিল। বছর দশেক আগেও স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ছিল ৩০০–র বেশি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্কুল ভবন বেহাল হয়ে পড়েছিল। পরিকাঠামো ও পঠনপাঠন নিয়ে আরও নানা অভিযোগও উঠছিল। এসবের জেরে পড়ুয়া কমতে শুরু করে। অনেকেই সরকারি প্রাথমিক স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয়। বছর তিনেক আগে স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা একশোর নীচে নেমে যায়। বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা রয়েছেন। গত বছর থেকেই এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে আনতে উদ্যোগী হন শিক্ষকরা। বর্তমানে ১৫০–র কাছাকাছি পড়ুয়া রয়েছে স্কুলে। যাতে আরও পড়ুয়া স্কুলে আসে, সেই কারণেই বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। প্ল্যাকার্ড হাতে পড়ুয়ারা গ্রামের পথে মিছিল করে। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। গ্রামের স্কুলেই ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের বার্তা দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমরা চাই গ্রামের সব ছেলেমেয়ে গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করুক। ছাত্রছাত্রীদের মিছিলের মাধ্যমে একটি বার্তা দেওয়া হল। গ্রামের মানুষের সঙ্গে বৈঠক করেও আমরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর আর্জি জানাব।' এব্যাপারে জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, 'পঠনপাঠন, পরিকাঠামোর দিক থেকে সরকারি স্কুল কোনওভাবেই পিছিয়ে নেই। অভিভাবকেরা নিশ্চিন্তে বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন। সেই বার্তাটাই আমরা পৌঁছে দিতে চাইছি।'

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের কর্মসূচি না থাকায় হতাশ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র। যেটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর, ক্যানিং এবং আলিপুর সাব ডিভিশনের ১৬ টা ব্লকের যুবক যুবতীদের শারীরিক–মানসিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পূর্বের ন্যায় সেইরকম কর্মসূচি আর সংঘটিত হচ্ছে না। সে অর্থে কোন প্রচারও নেই। আগে আমরা দেখেছি যখন ডঃ রজত শুভ্র নস্কর এই বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তিনটি মহাকুমা জুড়ে প্রতিমাসেই নানা জাঁকযমক পূর্ণ যুবক যুবতীদের কর্মসূচি ছিল। বিশ্ব যোগা দিবস, পরিবেশ দিবস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রক্তদান শিবির, প্রজাতন্ত্র দিবস, বি.আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন, জেলা যুব উৎসব, রাজ্য স্তরে লোকনৃত্য প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ সহ নানা কর্মসূচি ঘিরে যুবক যুবতীদের মধ্যে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যেত। এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত থাকতেন যেখানে শাসক এবং বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের ও অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। আলিপুর, ক্যানিং এবং বারুইপুর ৩টি সাব ডিভিশনের বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হত। এমনকী প্রতিটি ব্লকে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ২জন করে স্বেচ্ছাসেবকও থাকতেন। যারা প্রতিমাসে একটা সাম্মানিকও পেতেন। আলিপুর সাব ডিভিশনের সাবমেরিন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার তরুণ কুমার রায় জানালেন, 'রজতবাবু যখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তখন প্রচুর অনুষ্ঠান আমাদের ক্লাবে হয়েছে। বিশেষ করে ২১ জুন বিশ্ব যোগা দিবস যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তা অনেকদিন মনে রাখবে মানুষ। স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচিতে ৫০০ লোক অংশগ্রহণ করেছিল। রজতবাবু চলে যাবার পর ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হয়েছে তারপরে আর কেউ যোগাযোগ করেনি।' দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘের সংগঠন সম্পাদক মানস কুমার নস্কর জানালেন, 'আগে প্রচুর অনুষ্ঠান হতো কিন্তু গত এক বছর ধরে তেমন কোন অনুষ্ঠান না হওয়ায় আমরা হতাশ। আগে আমরা প্রচুর অনুষ্ঠানের রিসোর্স পারসন হিসেবেও উপস্থিত হয়েছি। তাছাড়া তখন প্রতিবছর একজন শ্রেষ্ঠ সংগঠনকে পুরস্কৃত করা হত। আউটস্ট্যান্ডিং ক্লাব হিসেবে ২৫ হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ ছিল। সেটাও গত বছর আর দেওয়া হয়নি।' ক্যানিং সাব ডিভিশনের এক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জানালেন, 'রাজ্য সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র যুবক–যুবতীদের স্বার্থে নানা কর্মসূচি নিচ্ছিল তাতে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু রজতবাবু চলে যাবার পর সে অর্থে তেমন কোন কর্মসূচি না হওয়ায় আমরা হতাশ। কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন খাতে এতকিছু খরচা করছে তাহলে যুবক যুবতীদের স্বার্থে খরচা কমিয়ে দিচ্ছে কেন?' বারুইপুর সাব–ডিভিশনের একটি সংগঠনের সম্পাদক জানালেন, রজত বাবুর সময়ে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র যে উচ্চতায় উঠেছিল এখন সেই উচ্চতা আর নেই। তিনি মন–প্রাণ দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতেন এবং অনুষ্ঠান সফল করতে নিজের পকেট থেকেও অর্থ ব্যয় করতেন। এখনও প্রোগ্রাম হচ্ছে তবে তেমন সাড়া পড়ছে না। এই প্রসঙ্গে বর্তমান বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অফিসার রিজবি শাহ নাওয়াজ জানালেন, 'গত এক বছর আগে তিনি এই ডিস্ট্রিকের অতিরিক্ত দায়িত্বে এসেছেন। তিনি নদীয়া জেলার বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের দায়িত্বে আছেন। আগের থেকে এখন কর্মসূচি কিছু রদবদল হয়েছে। আগের মত কর্মসূচি হচ্ছে না এ কথা ঠিক নয়, আসলে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন কর্মসূচি দেবে তেমনভাবেই আমাদের রূপায়ণ করতে হবে। আগে যেরকম প্রতিটি ব্লকে ২জন করে স্বেচ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৫ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

বাংলা ভাষা একটা আবেগের নাম। প্রত্যেক বাঙালীর কাছেই মাতৃ ভাষার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। পৃথিবীতে বঙ্গবাসীর সংখ্যা কম নয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ দিবস আজ বিশ্বজুড়ে আর্ন্তজাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। শিলচর ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মরণ করার জন্য বাঙ্গালীরা একত্রিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই বাঙ্গালী জীবনানন্দ, জসিমুদ্দিন, রবিঠাকুর, নজরুল ইসলাম প্রমুখ প্রাতঃ স্মরণীয় বাঙালীকে স্মরণ করেন। কিন্তু সমাজ জীবনে রাষ্ট্র ও প্রশাসন বাস্তবে এই ভাষাকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকে তা আদৌ শুভপ্রদ নয়। প্রশ্ন উঠে যায় বাঙালী কী আদৌ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে চায়।

বাংলাদেশের বেআইনী ইউনুস প্রশাসন সম্প্রতি বাংলা ভাষা ও বাঙালীর ঐতিহ্য ধ্বংস করতে তৎপরতা চালাচ্ছেন। লালন মেলা বাংলাদেশে এবারে হয়নি, এমনকী ২১ ফেব্রুয়ারি ভারত–বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে যে বড় অনুষ্ঠান হত তাও হারিয়ে গেছে বাংলাদেশের চলমান বিদ্বেষের আবহে।

বাংলা ভাষা আজ ঘরে বাইরে সংকটের মুখে। কথা ছিল বাংলা ভাষা আইন আদালত, অফিস কাছারী, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে গুরুত্ব পাবে। বাস্তব চিত্র আলাদা। চাকরি–বাকরির ক্ষেত্রে ইংরাজি ও হিন্দি ভাষার রমরমা। কলকাতার বুকে অধিকাংশ দোকানের সাইন বোর্ড বাংলা ভাষায় লেখা হয় না। অভিভাবক অভিভাবিকারা নিজেদের পিতৃপুরুষের মাতৃ ভাষাকে দূরে সরিয়ে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ইংরাজি জীবনচর্চায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে চাইছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' সংস্কৃতি আজ বাংলার উচ্চ–মধ্য ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুটা বাধ্যবাধকতা কিছুটা নিজের সংস্কৃতিকে অবহেলা করার মানসিকতা। সাম্প্রতিককালে প্রায় আট হাজার বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে খবর উঠে এসেছে। সেদিনের বাংলার পক্ষ নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা যেমন মাঠে ময়দানে একদা নামতেন এখন আর সে সব দেখা যায় না। রাজনীতির জাদু স্পর্শে জনবিন্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ক্রমশ একঘরে করে দেওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিকে ব্যাঙের ছাতার মতন বেসরকারী ইংরাজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। দ্রুত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। আগামীদিনে বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্য, সৃষ্টিশীল কাব্য কতটুকু হবে তা নিয়ে শঙ্কা থেকে যায়। বাংলায় বাণিজ্য সম্মেলনের ট্যাগলাইন যখন 'বেঙ্গল মিনস্ বিসনেস' হয় তখন এই প্রায় শিল্পহীন বাংলার দিকে বিদ্রুপের কষাঘাত করা হয়।

পশ্চিমবাংলাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজ্য হিসাবে বলা হয়ে থাকে। বঙ্গসাংস্কৃতি বাংলা ভাষা ছাড়া হতে পারে না। বাংলা ভাষার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করবার প্রতিশ্রুতি কোনো রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতাহারে উল্লেখ করে না। দেশকে যে বাংলা ভাষার দুই সাহিত্য প্রতিভা জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্ত্রোত্রম উপহার দিয়েছে, যে ভাষাকে 'ক্ল্যাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ' এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেই ভাষাকে চোখের মণির মত রক্ষা করার দায়িত্ব বঙ্গজ নেতা–নেত্রী ও সাধারণ মানুষের।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আত্মার উপলব্ধি না ক'রলে যে আবরণ–মল বুদ্ধিতে স্তুপীকৃত হয়, তাকে মল বলে। মনোরূপী বুদ্ধি বা সম্বিৎ প্রাণন–দর্শন–শ্রবণাদি দ্বারা ইন্দ্র অর্থাৎ কার্য্য–কারণের অধিপতি রূপ ধারণ করেন, এবং জীবাত্মার ভোগার্থে বিষয় অর্জন করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত হন। ঐ মন–সম্বিৎ পরমাত্মার উদ্দেশে দৃশ্যজগৎ রচনার উপাদান–কারণরূপে সদা ব্যাস্ত থাকেন, তিনি প্রকৃতি (আদ্যাশক্তি) নামে খ্যাত হন। সেই প্রকৃতি অঘটন–ঘটন পটিয়সী অর্থাৎ সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ প্রতিপন্ন করেন, সত্য ও অসত্যের বিকল্পজ্ঞান প্রকৃতি হতেই উদ্ভুত হয় সেইজন্য সেই প্রকৃতি মায়া নামেও পরিচিত হন। হে রাম! মন জড় বা চেতন কিছুই নয়। যিনি চিৎ, তিনিই মলিন জগদ্দশা গ্রহণ ক'রে মন নামে কথিত হন। এই চিতিশক্তির যে মলিন রূপ, সৎ–অসৎ জগতের ইনি কারণ, এই চিতিশক্তি চিত্ত নামে কথিত হ'য়ে সকল প্রাণীতে উল্লসিত হয়ে থাকেন। চিত্তে যদি পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপতা সুনিশ্চিত না থাকে তবে জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং ব্রহ্মোপলব্ধি ক'রে চিত্ত স্বীয় পরিচিতি নাশ করে, তখন বদ্ধজীব মুক্তিপদের অধিকারী হয়। অহঙ্কার–বুদ্ধি–জীব মন নামেরই সমার্থক। একই অভিনেতা বিভিন্ন সাজে–বেশে বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করে, মনের কার্য্যও সেইরকমই। সাঙ্খ্য–নৈয়ায়িক–বৈশেষিক–জৈমিনি ইত্যাদি মতাবলম্বিগণ মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার, বিভিন্ন রূপের নানা নাম দিয়ে থাকেন। কিন্তু পথ যেমনই হোক, গন্তব্য বস্তুতঃ একই। ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভই সকলের লক্ষ্য। কুতর্ক–দক্ষতায় দর্শন–শাস্ত্রে অনেক পার্থক্য অরোপিত যে দেখা যায়, তাতে কোন তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। চিত্তের বিষয়–ভোগ ভিন্ন অহংকার এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যদি ক্রিয়াশীল হয়ে দেহকে উৎপীড়ন করতে পারত, তবে বলা যেত যে, জীব এবং চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দুই সত্ত্বা। কিন্তু তেমন কিছু কখনও দেখা যায় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন

প্রতিশ্রুতির বিনিয়োগে জল কতটা?

আরিফুল ইসলাম

প্রতি বছরের মতো এবারও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা, উদ্যোগ ও সক্রিয় নেতৃত্বে শিল্পপতিদের মেলা বসেছিল নিউ টাউনের ঝাঁ চকচকে কনভেশন সেন্টারে। যার পোশাকি নাম 'বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন।' এই নিয়ে অষ্টম বার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন মুকেশ আম্বানী, সজ্জন জিন্দাল, আইটিসি প্রধান সঞ্জীব পুরী, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ একাধিক স্বদেশি থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু বিদেশি প্রতিনিধি। যথারীতি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও ঘোষণা করা হয়, একটা বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের প্রস্তাব আর ঢালাও প্রতিশ্রুতির বন্যা। চলুন দেখে নেওয়া যাক বিনিয়োগের এই বিশাল প্রস্তাব বা তথাকথিত মউ স্বাক্ষর আর ঢালাও প্রতিশ্রুতি কতটা খাঁটি, না কি 'দুধে অঢেল জল মেশানো আছে?

২০১১ তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসেন টাটাদের তাড়িয়ে। এরপর রাজ্য জুড়ে ছোটো মাঝারি, বড়ো সমস্ত শিল্পপতি, উদ্যোগপতিদের খড়গহস্ত হয়ে নানান হুলিয়া জারি করেন। দেশ জুড়ে মমতা ধিকৃত ও সমালোচিত হতে থাকেন। ফলে রাজনীতিতে নিজের ব্র্যান্ড ইমেজকে ফেরাতে কতকটা বাধ্য হয়েই ২০১৫ থেকে এই বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রথম শিল্প সম্মেলনে দেশের বেশ কিছু শিল্পপতিরা উপস্থিত থাকলেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আশার বাণীও শোনাননি, আর বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দেননি। উল্টে সম্মেলন মঞ্চে দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপতিদের দিয়ে গান গাইয়ে রীতিমত সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই হাস্যকর কথা আমরা আজও ভুলিনি। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যায়। প্রায় নাকেখত দিয়ে শিল্পপতিদের বারে বারে আমন্ত্রণ জানান বাংলায় লগ্নি ও বিনিয়োগের। কিন্তু টাটার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহার, আচরণ সেই ক্ষতের স্মৃতি তখনও তাদের মনে দগদগে ঘা হয়ে জ্বলজ্বল করছিল। শিল্পপতিরা তখনও তৃণমূল সুপ্রিমোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এদিকে রাজ্যে অর্থনীতির বেহাল চিত্র। ফলে মরিয়া মমতা কখনও হলদিয়া কখনো দীঘাকে নীল–সাদা কাপড়ে মুড়ে, মাইলের পর মাইল রাস্তার ধারে গরিব চা–ওয়ালা থেকে শুরু করে তেলে ভাজার দোকান পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন স্রেফ দেশী–বিদেশী শিল্প প্রতিনিধিদের কাছে বাংলার অন্য ছবি তুলে ধরার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সত্যিকারের আশ্বাস বা লগ্নির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। দীঘায় তো খোদ কনভেনশন সেন্টারে শুভেন্দুর সঙ্গে চলছিল যুযুধান লড়াই। টান টান উত্তেজনায় দুই দিনে সম্মেলন প্রায় ভন্ডুল হতে বসেছিল। একদল দেশী বিদেশী প্রতিনিধির সামনে দেশের ও রাজ্যের ইজ্জত প্রায় মাটিতে মিশে গিয়েছিল। আমি সেই দৃশ্য ও ভুলিনি। এই হচ্ছে মাননীয় বাণিজ্য সম্মেলনের এক টুকরো ঝলক মাত্র। আর সঙ্গে থাকে হাজার হাজার কোটি টাকার গল্প, উপন্যাস আর স্বপ্ন। যিনি তাঁর সওদাগর।

গত বছরও দক্ষিণ শহরতলীর আলিপুরে 'ধনধান্য সভাঘরে মিলিয়ে এবছর পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ৮টা শিল্পমেলা করেছেন ঠিক একই স্ট্যাইলে। এই প্রতিবেদক এক–দুটো বাদ দিয়ে প্রায় প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে বা মুখ্যমন্ত্রীর সাধের এই শিল্প মোচ্ছবে যথারীতি উপস্থিত ছিলাম। এটা অবশ্যই একটা অভিজ্ঞতা।

শিল্প নিয়ে, রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পপতি, লগ্নিকারী ছোটো শিল্পের উদ্যোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সম্পর্ক ও দীর্ঘদিন কাজের সুবাদে, এইটুকু বুঝেছি যার নির্যাস এই রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নেই। খোদ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাতে আর যাই হোক শিল্পের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। সরকার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, তার নেতা, মন্ত্রী, কর্মীরা সারা রাজ্য জুড়ে যে আবহ তৈরি করে রেখেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক উদ্যোগীরা আজ রীতিমতো আতঙ্কিত, আশঙ্কিত।

টাটার মতো শিল্পপতিকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়ে, নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব তৈরি করতে না দিয়ে, সম্পূর্ণ এক নেতিবাচক পথ দিয়েই কিন্তু বাংলার মানুষ ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিতিয়ে এনেছিলেন পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে। বাংলার মানুষ ৩৪ বছরের বাম জমানার অপশাসনের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে যে ম্যান্ডেট দিয়েছিল, তার মধ্যে ফোকাসটা অবশ্যই ছিল বাংলায় শিল্পোন্নয়ন–কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন। যা বাম জমানায় বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

সেই বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন রাইটার্সের পথে, বাংলার শীর্ষ স্থানীয় সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম সেদিন তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়েছিল– কেউ 'অগ্নিকন্যা' লিখে, কেউ 'জনগণের নেত্রী' হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু কিছুদিন পরই সেই মিডিয়ার মোহভঙ্গ হয়। ২০১১–র নির্বাচনের আগে তাদেরই স্টুডিওতে বসে ও ক্যামেরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে বাংলার তরুণ প্রজন্মকে, মাত্র কয়েক বছরেই তা থেকে বহু বহু দূরে চলে যান। 'পরিবর্তন' তো দূরের কথা, এ যেন অচেনা অজানা এক অন্য 'মমতা'।

এহেন মমতার এই আচরণ(সততার প্রতীক) বাংলার মানুষ পলকে পলকে উপলব্ধি করেছেন অস্ফুট এক আর্তনাদে। উন্নয়ন, পরিবর্তন, সংস্কার, প্রতিশ্রুতির নামে এত বড় যে মিথ্যাচার হয় অতীতে যেন কোনও রাজনৈতিক নেতানেত্রীর অঙ্গীকারের সঙ্গে মেলাতে পারছিলেন না। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুকুটে আরো পালক যুক্ত হল। সারদা–নারদার মতো দ্রুত আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির সঙ্গে তারই নেতা ও মন্ত্রীদের সরাসরি সহবাস। কতকটা বাধ্য হয়ে সেই মিডিয়া হাউসই মমতার পিছনে শিল্প বিরোধী স্টিকার সেঁটে দিতে দ্বিধা করেনি। যে স্টিকারটা আজও জ্বলজ্বল করছে তার সরকারের নামের সঙ্গে। এটা তো অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই যে পশ্চিমবাংলার আপামর মানুষ রাজ্যের সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্যই তাঁকে ক্ষমতায় এনেছিল। সেই ব্যক্তিই(মহিলা) কিনা নিমেষে তাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন? মোহভঙ্গ হতে বাংলার মানুষের কিছু সময় লেগেছিল এইমাত্র।

টাটাকে তাড়ানোয় সারা দেশজুড়ে শিল্প মহলে এমনিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজে বড়ো ধাক্কা ছিল, বলাবাহুল্য এখনো আছে। গত ৮টি এই শিল্প সম্মেলনে হাজার–লক্ষ–কোটি টাকার লগ্নির ঘোষণা তৎসহ কয়েক হাজার মউ নাকি সাক্ষর গড়াগড়ি করছে। বুক ঠুকে বলতে পারি তার যদি ছিটেফোঁটা পাওয়া যেতো তাতে পশ্চিম বাংলার ছবিটা এতো দিনে অবশ্যই বদলে যেত। যেটা প্রমাণ বা ব্যাখ্যার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ কে টিভির স্টুডিও তে টক শো বসতে হয় না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাজারে ঘুরলে এমনিতেই বোঝা যায়।

শিল্পপতি হিসাবে টাটার একটা বিরাট সুনাম ও 'ব্র্যান্ড ইমেজ' সারা বিশ্ব জুড়ে রয়েছে। বাংলার অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য টাটা যে শিল্প গড়তে চ্যেছিলো তা কিন্তু গত ৮ টি এই শিল্প সম্মেলনে কোনো শিল্পপতি ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখায়নি। ফলে দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপতিদের কেউ সহজে মুখ্যমন্ত্রীকে সেই আশ্বাস দেননি, যে বাংলার শিল্পে বিবর্তন ঘটবে। **(চলবে)**

দেশ দেশান্তরে

চুক্তি মেনে মুক্তিতে রাজি হামাস

সুমন্ত ভৌমিক

গত বৃহস্পতিবার হামাসের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় চুক্তি মেনে ৩ ইসরায়েলি নাগরিককে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলও চুক্তি মেনে গাজায় তাঁবু, জেনারেটরসহ মানবিক ত্রাণসহায়তা প্রবেশে বাধা না দিতে সম্মত হয়েছে। হামাসের এ ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, শনিবার দুপুরের মধ্যে হামাস সব জিম্মিকে মুক্তি না দিলে গাজায় নরক নেমে আসবে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাস যদি জিম্মি মুক্তির সময়সীমা মেনে না চলে, তবে তীব্র লড়াই শুরু করবে ইসরায়েল। গত ১৯ জানুয়ারি শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীন শনিবার আরও ৩ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা। তবে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছে অভিযোগ এনে গত সোমবার অনির্দিষ্টকালের জন্য জিম্মি মুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দেয় হামাস। হামাসের মুখপাত্র আবদেল লতিফ কানৌ বলেন, আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী। দখলদারেরও চুক্তির শর্ত পুরোপুরি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নে, মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত শর্ত মানতে ইসরায়েলকে চাপ দিচ্ছে মধ্যস্থতাকারীরা।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি গাজার ভেতরে ও আশপাশে ইসরায়েলি বাহিনীকে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কিছুক্ষণ পরই গাজা সীমান্তবর্তী ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে অতিরিক্ত সেনা পাঠানো ও রিজার্ভ সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেয় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। ফিলিস্তিনি একটি সূত্র বলেছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মানবিক সহায়তা সম্পর্কিত শর্ত মেনে চলার বিষয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে মধ্যস্থতাকারীরা। মিসরের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, রাফাহ ক্রসিংয়ে বুলডোজার ও ভ্রাম্যমাণ ঘর বহনকারী ট্রাকসহ নির্মাণসামগ্রীবাহী গাড়িবহর মিসর থেকে গাজায় প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র ওমের দোসত্রি বলেছেন, রাফাহ ক্রসিং হয়ে গাজায় ভারী যন্ত্রপাতি প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, গাজায় কোনো ধরনের ভ্রাম্যমাণ ঘর বা ভারী যন্ত্রপাতি ঢুকতে দেওয়া হবে না। এ নিয়ে কোন সমন্বয় হয়নি। কেবল আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সরিয়ে নিতে রাফাহ ক্রসিং খুলে দেওয়া হয়েছে। গাজায় অন্য সব সহায়তা প্রবেশ করবে কারেম সালেম ক্রসিং হয়ে। গাজায় প্রায় ১৫ মাসের পর ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। প্রথম ধাপে ৪২ দিন এই যুদ্ধবিরতি চলার কথা। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে অন্যতম মধ্যস্থতাকারী দেশ মিসর ও কাতার। দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে দেশ দুটি। যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় চুক্তির অধীন এখন পর্যন্ত ১৬ জন ইসরায়েলিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এছাড়া নিজেদের উদ্যোগে ৫ থাই নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে সংগঠনটি। বিনিময়ে কয়েকশো ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে ৩৩ ইসরায়েলিকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। আল–জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে বড় ধরনের অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ফিলিস্তিন প্রিজনার্স সোসাইটির এক প্রতিবেদনে বলেছে, আয়রন ওয়াল অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৩৮০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। জেনিন, তুলকারেম ও তুবাস এলাকা থেকে বেশির ভাগ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী আরও জানিয়েছে, নুর শামস শরণার্থীশিবিরে গত বুধবার মুখোমুখি লড়াইয়ে খুব কাছ থেকে তিন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনারা। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, দখলকৃত পশ্চিম তীরের উত্তরাংশে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ৪৫ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এই অভিযান বন্ধে ইসরায়েলের ওপর কঠোর বৈশ্বিক চাপ প্রয়োগেরও আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

রাজ্যের পুঁজি হাইজ্যাকে কৌশলী বেলারুশ

সুবীর পাল

তিনি এলেন পুঁজিবাজারের রাজসূয় যজ্ঞে অংশ নিতে। অবশ্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য ছিল একটাই। হে বিদেশি ভাই আমার, যতটুকু সম্ভব এখানে বৈদেশিক মুদ্রা ঢালুন। লগ্নি খাতে। কিন্তু একি, বৈদেশিক বিনিয়োগের সামান্যতম প্রতিশ্রুতি দেওয়া তো দূর অস্ত, তিনি যে উল্টে স্বদেশী টাকাকেই নিজের দেশে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী প্রাপ্তির টোপ দিয়ে বসলেন।

এই উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটা তিনিটা কে জানেন?

তিনি হলেন ভারতে নিযুক্ত সুদূর বেলারুশের রাষ্ট্রদূত মিখাইল কাস্কো।

তাহলে আসল কথায় আসা যাক।

রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বুধবার। ২ দিনব্যাপী এই বাণিজ্যিক মহাযজ্ঞে আমন্ত্রিত অন্যান্য বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে মিখাইল কাস্কোও উপস্থিত ছিলেন। এসবই তো ওপেন সিক্রেট। কিন্তু অষ্টম বার্ষিক এই বাণিজ্যিক মহাযজ্ঞ শুরু হবার ঠিক আগে তিনি সটান মিলিত হোন কলকাতার স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশের সঙ্গে। সেখানেই তিনি ভারত সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, আজকের ভারত অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় অথচ প্রবল শক্তিশালী দেশ। এই দেশের আর্থিক বুনিয়াদ সারা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্তের। আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করুন। দুই দেশের মধ্যে বৈদেশিক বানিজ্য আরও বেশি মাত্রায় গড়ে তুলুন। আর এখানেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে এসে উল্টে পুঁজি নিবেশের আহ্বান জানিয়ে বসলেন নিজের রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অর্জুনের পাখির চোখ যদি হয় এই বঙ্গে দেশি ও বিদেশি লগ্নি টানার, ঠিক সেই বাণিজ্য মহাসমাবেশে সশরীরে উপস্থিত হবার একেবারে প্রাক মুহূর্তে কলকাতার মাটিতে বসেই আঞ্চলিক পুঁজি নিজের দেশে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের নিপুণ মুন্সীয়ানা দেখালেন মিখাইল কাস্কো। হয়তো এইসব আন্তর্জাতিক দক্ষতার কারণেই মিখাইল কাস্কো বেলারুশ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর অনেক বেশি আস্থাভাজন।

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে প্রকৃতই আমাদের দেশ ভারতের থেকে ধারে ও ভারে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বেলারুশ নামে একটি ছোট্ট রাষ্ট্র। ভারত ও বেলারুশ বন্ধুত্বগত ইস্যুতে আবার বরাবর সহমত পোষণ করে এসেছে। দুজনেরই চিরন্তন কমন বন্ধু কিন্তু আবার এক। তা হল রাশিয়া। এবিষয়ে আমেরিকার রক্ত চক্ষু পুরোপুরি না–পছন্দ ভারত ও বেলারুশের। এমনকী সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে রুশ বনাম ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধও এই দুই দেশের রাশিয়া প্রীতিতে ঘাটতি পড়তে দেয়নি একচুল। তাছাড়া সমগ্র বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেন যে ভারতের সঙ্গে বেলারুশের সম্পর্ক বরাবরই উষ্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ।

সেই বেলারুশের রাষ্ট্রদূত কলকাতায় প্রথমবারের মতো বুধে পা দিলেন। এই শহরে এসেই প্রথম যে কথাটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ্যে বললেন তা হল, আমার দেশ বেলারুশ। আপনাদের দেশের থেকে বেলারুশ আকারে অনেকটাই ছোট। তাই বলে আপনাদেরকে অন্তরের সঙ্গে আমাদের আলিঙ্গন করতে একটুও দ্বিধা নেই। আমাদের হাত বাড়ানো রয়েছে। আপনারা অনুগ্রহ করে হাতে হাত মেলান। বেলারুশ আপনাদের ডাকছে। আমাদের দেশে ভারতীয়দের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাঁর আরও বক্তব্য, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিক। বেলারুশের প্রকৃত অন্তরাত্মার এক ভালো অকৃত্রিম বন্ধু হল ভারতবর্ষ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই বন্ধুত্বকে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আরও মজবুত করা।

ভারতের নয়াদিল্লির বসন্ত বিহারে অবস্থিত বেলারুশের দূতাবাস। সেই ভবণের বর্তমান সর্বময় কর্তা হলেন মিখাইল কাস্কো। তিনি পদমর্যাদায় ভারত সহ নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত হিসেবে বেলারুশের তরফে নিযুক্ত। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার এই ভারতীয় উপমহাদেশের উপর বেলারুশ সরকার বন্ধুত্বমূলক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অনেকাংশেই নির্ভর করে এই বিদেশি রাষ্ট্রদূতের উপরে। তাই হয়তো মিখাইল কাস্কো কলকাতাতে এসেই ভারত সম্পর্কে পঞ্চমুখ হলেন, সঙ্গে ভারতীয়দের সামগ্রিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন বেলারুশে পাড়ি জমাতে।

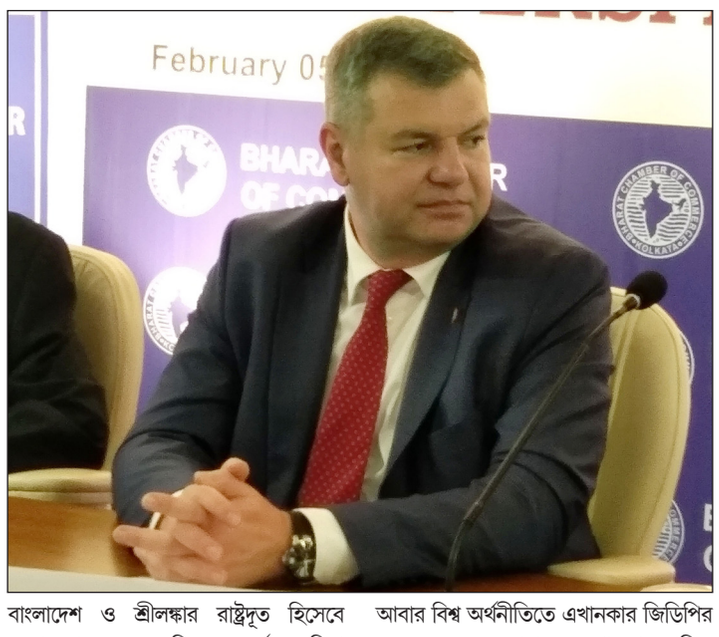

বেলারুশের মুদ্রার নাম হল রুবেল। মজার বিষয় হল দেশটি আকারে অনেক ছোট হলেও এর মুদ্রার মূল্য কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো মূল্যবান। আমেরিকার ১ ডলার সমান বেলারুশের রুবেল মাত্র ৩.২৭। যেখানে ভারতীয় টাকার মূল্য মার্কিন ১ ডলারের সমতুল্যে ৮৭.৩৪ টাকা। অন্যদিকে ১ বেলারুশ রুবেল সমান ভারতীয় অর্থে মূল্য দাঁড়ায় ২৬.৭২ টাকা। সুতরাং সহজেই অনুমেয় মুদ্রাগত অবস্থানে ভারতের থেকে বেলারুশের অবস্থান অনেকটাই সুদৃঢ়।

ভারত বন্ধু এই দেশটিতে বিগত বছরের প্রথমার্ধে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.৫%। আর বছর শেষে তা কমে দাঁড়ায় ৫.২%। আবার বিশ্ব অর্থনীতিতে এখানকার জিডিপির মূল্য ০.০৭%। প্রধানত এখানকার খনিজ উৎপাদন ও ভারি শিল্প বেলারুশের আর্থিক স্তম্ভের মূল পরিকাঠামো। কৃষি

উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় জমিতে পড়ে টমেটো

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি: কোথাও মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট হচ্ছে আবার কোথাও বা গাছ ভর্তি টমেটো হয়ে থাকলেও বিক্রি করতে পারছে না চাষীরা ফলে মাথায় হাত পড়েছে তাদের। অতিরিক্ত টমেটোর ফলন কিন্তু টমেটো বিক্রি করে দাম পাচ্ছে না চাষিরা, বিঘের পর বিঘে পড়ে রয়েছে পাকা টমেটো। এমনকী ফেলে দিতে হচ্ছে এই টমেটো এমনটাই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগণা ডায়মন্ড হারবার করঞ্জলী, বেলপুকুর, নিশ্চিন্তপুর সহ জেলার একাধিক জমিতে। ১ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হচ্ছে এই টমেটো, ফলে দাম না পেয়ে হতাশায় চাষিরা। প্রথমদিকে দাম পেলেও পরে আর দাম পাচ্ছে না তারা। টমেটো তুলতে এই টমেটো বাজারে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ খরচ হয় টমেটো বিক্রি করে সেই খরচের টাকাও তুলতে পারছে না চাষিরা। ফলে চাষের জমিতে কুইন্টাল কুইন্টাল টমেটো পড়ে নষ্ট হচ্ছে। একদিকে সারের দাম

বেড়েছে অন্যদিকে চাষিরা আগাম টাকা নিয়ে চাষ করছে সব মিলিয়ে ক্ষতির মুখে টমেটোর চাষিরা। চাষীদের দাবি যদি একটা হিম ঘর থাকত তাহলে টমেটোগুলো সেখানে রাখা গেলে এই টমেটোগুলো চড়া দামে বিক্রি হত পরে। কোন হিমঘর না থাকার ফলে এভাবে মাঠে পড়ে নষ্ট হচ্ছে টমেটোগুলো। দেনা করে চাষ করে সেই অর্থ না লাভ হলে দেনার দায় হয়তো আবার চাষীর মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে।

অমৃতের অভিযানে রক্তচক্ষু পুলিশের

প্রথম পাতার পর

এই উন্মাদনার আঁচ পেতে কুম্ভ মেলায় পৌঁছতেই বোঝা গেল প্রচার যতই হোক এত মানুষকে ধারণ করার ক্ষমতা ও পরিকাঠামো কোনোটাই নেই প্রয়াগরাজ শহরের। থাকার কথাও নয়। নেই পর্যাপ্ত পরিবহন, নেই থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত হোটেল। পুলিশ বড় রাস্তায় গাড়ি আটকাতে ব্যস্ত। ফলে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বয়স্ক ও মহিলারা। মেলা জুড়ে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সঙ্গম ঘাটে যেখানে ভিড় সবচেয়ে বেশি সেখানেও নিরাপত্তা রক্ষী প্রায় নেই বললেও চলে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দোকানদারেরা জানালেন শুরুর দিকে যে ব্যবস্থাপনা ছিল তা মাঘী পূর্ণিমার আগে অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে।

মেলা থেকে বেরোবার পথে এক পুণ্যার্থী বেরোবার রাস্তা কোথায় জানতে চাইতেই মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন এক পুলিশ কর্মী। সদুত্তর মিলল না। অগত্যা সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন বৃদ্ধা। মেলা জুড়ে দেখা মিলল কিছু স্থানীয় যুবকের যারা দুচাকা নিয়ে পয়সার বিনিময়ে এদিক ওদিক পৌঁছে দিচ্ছেন আর হাঁটতে অপারগ মানুষকে। যারা হাঁটছেন তারা রাস্তা খুঁজতে হয়রান। কেউ নেই প্রশ্নের উত্তর দেবার মত। এর মধ্যেও পুণ্যার্থী আসার কোনো শেষ নেই। সারাদিন সারারাত মানুষের ঢল সামলাতে ক্লান্ত পুলিশও। মানুষ আটকাতে তারা এখন মরিয়া। একবারের বেশি প্রশ্ন করলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতেও তারা পিছপা নয়। তাই মানুষ নিজেই অনেকটা সতর্ক। নিজেরাই নিজেদের সামলাচ্ছেন। রাস্তায় গাড়িতে রাত কাটাছেন নির্বিবাদে। প্রয়াগরাজ ক্ষেত্র এখন আর কোনো সরকার বা প্রশাসনের অধীনে নেই, তার দখল নিয়েছে বিভিন্ন প্রান্তের ভারতবাসী। এভাবেই চলছে কুম্ভ স্নান। এর মধ্যেই কেটে গেল মাঘী পূর্ণিমার স্নান। প্রায় ২ কোটি পুণ্যার্থী ডুব দিলেন প্রয়াগ সঙ্গমে। সকলের একটাই দাবি, কষ্ট যতই হোক জীবনে আর এ সুযোগ পাওয়া যাবে না। এটাই সনাতনী ভারতবর্ষ, নিজের কৃষ্টি রক্ষায় সব কষ্ট সহ্য করতে রাজি। এখানেই দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে মিশিয়ে সার্থক এবারের মহাপূর্ণ কুম্ভ মেলা।

অমৃতের খোঁজে এবার কুম্ভ বাঙালিময়

প্রথম পাতার পর

প্রয়াগরাজ প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে খাদি মেলাতে শতাধিক স্টলের মধ্যে ১৫টি বাংলার স্টল। সেক্টর ৭-এ কলাগ্রামে প্রতিটি জোন থেকে সুদৃশ্য স্টল দিয়েছে। আমাদের সল্টলেকের EZCC থেকে গেছেন মানিকতলার কাঠের শিল্পী। রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘেরও তাঁবু পড়েছে ঝুসির দিকের সেক্টর গুলোতে। অরুণবাবুর কাছে শুনলাম রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে একটি বাঙালি নাগা সাধুদের আখড়া হয়েছে তার নাম- সত্যানন্দ গিরিজী মহারাজ শিবির।

পথ চলতি যে কথাগুলো কানে আসছে। তাতে ক্লান্তির কথা নেই। ফোনে বলছে, 'আমি এখানে', 'ওখানে দেখা করছি', 'ওমুক কোথায় গেল?' ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে হচ্ছে কলকাতার বইমেলায় ঘুরছি। আমি দেখছি কুম্ভ যেন বাঙালিময়। জানতে চাইলাম এবার কুম্ভে বাঙালি বেশি। অরুণবাবু জানালেন, কুম্ভে বাঙালি বরাবর বেশি আসেন। প্রখ্যাত লেখক কিন্নর রায় এই মতকে সমর্থন করলেন। কিন্নর বাবু এবার নিয়ে ছয় বার পূর্ণকুম্ভে। এলাহাবাদে তিনবার। উনি সমস্ত জায়গায় কুম্ভে গেছেন।

একদিন ঝুসির দিকে সঙ্গমে স্নান সেরে বসে আছি। বাকি সঙ্গীরা স্নান করছেন। আমি জামা কাপড় পাহারা দিচ্ছি। এক উত্তরবঙ্গের বাঙালি দম্পতি স্নান সেরে ফিরছেন। আমার পিছনে দুই সাধু বসে পুণ্যার্থীদের ডেকে দশ টাকার নোট হাতের মুঠোয় নিয়ে মুঠো খুলে একটি রুদ্রাক্ষ দিচ্ছেন। তাঁদেরও দিলেন। আরও কী সব বলছেন।

ভদ্রলোক দুশো টাকার নোট দিলেন একটা। তাতেও সাধু খুশি নন। ভদ্রমহিলা নিজের ব্যাগ থেকে বাড়তি ১০০ দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। আমি ইচ্ছে করে একটু সামনের দিকে গেলাম। আমাকে সাধু বাবাজী ডাকলেন, 'শুনো বেটা'। আমি বললাম, 'ম্যাজিক আচ্ছা থা।' দুই সাধু খুব হাসতে লাগলেন।

এই প্রতিবেদন শেষ করি মৌনী অমাবস্যার ঘটনা দিয়ে। ২৮শে জানুয়ারি রাত ১১টার সময় ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে সঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার সময় দিয়েছিল। রাতে ছবি হবে না, খুব ঠান্ডা এই দুই অজুহাতে আমরা গেলাম না। ভোর সাড়ে চারটেতে হৈ চৈ। ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার! আশ্রমের ছ'জন নিখোঁজ। অনেকে আহত। বেলা বাড়তে জানতে পারলাম। আশ্রমের দুজন মৃত। মনটা কাতর হয়ে গেল।

আমরা সকাল দশটায় বের হলাম। তখন প্রশাসন সব 'কন্ট্রোল' করে নিয়েছে। সঙ্গমস্থলে হাজার রকম জুতো, নানারকম পোশাক। ভিড়ের চাপাচাপিতে লোকের গায়ের পোশাক পর্যন্ত খুলে গেছে। আমরা অবশ্য নির্বিঘ্নে পুণ্যস্নান সেরেছি। মাহেন্দ্রক্ষণে হয়নি বটে। অমৃতযোগে হয়েছে।

আমি ভাবলাম দুর্ঘটনার পর কুম্ভযাত্রার একটু হিড়িক কমবে। কিন্তু না বেড়েই চলেছে। বাঙালি কি এতই ভীরু? ভয়ে ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে! ট্রেনের টিকিট নেই, গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ছে। কেউ মোগলসরাই অর্থাৎ ডি.ডি. উপাধ্যায় জংশন পর্যন্ত সংরক্ষিত আসলে, তারপর জেনারেল কম্পার্টমেন্টে প্রয়াগ যাচ্ছে। ঝাড়গ্রামের এক বন্ধুকে দেখলাম প্রথমে ট্রেনে টাটানগর, তারপর টাটা থেকে বাসে প্রয়াগরাজ। টাটা থেকে প্রায়াগ রাজ পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। প্রয়াগের মহাকুম্ভ বাঙালির মহামিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। যেখানে 'দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, মহামানবের সাগরতীরে।'

(সমাপ্ত)

নদীবাঁধে ২০০ কোটি, প্রহসন বললেন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও ২০২০ সালের ২০ মে 'আম্ফান' ও ২০২১ সালের ২৬ মে 'ইয়াস', ২০২৪ এর ২৬ মে 'রেমাল' বিধ্বংসী রূপ নিয়ে আছড়ে পড়েছিল দুই ২৪ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকায়। এমনকী ফণী, বুলবুল, ডানা আছড়ে পড়েছিল। বর্তমানে সমগ্র রাজ্যের নদীবাঁধ নিয়ে রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে।

রাজ্য সরকারের এমন বাজেট ঘোষণার পর সুন্দরবনের সাধারণ মানুষ উৎসাহ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, সুন্দরবনের নদীবাঁধ কংক্রীটের হলে আমরা নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারবো। কৃষি জমিতে নিশ্চিন্তে চাষাবাদ হবে। বাঁধ ভেঙে নদীর লবণাক্ত জল কৃষিজমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদিও রাজ্য সরকারের এমন বাজেটকে প্রহসন লোক দেখানো বলে জানিয়েছেন একদা বাম আমলের সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর।

প্রাক্তন মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'নদী বাঁধের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। এটা একেবারেই লোক দেখানো এবং প্রহসন। কারণ এই ২০০ কোটি টাকা শুধুমাত্র সুন্দরবনের জন্য বরাদ্দ নয়। সমগ্র রাজ্যের নদীবাঁধের জন্য বরাদ্দ। তাছাড়া বিগত দিনে কেন্দ্র সরকার যেখানে শুধুমাত্র সুন্দরবনের নদী বাঁধের জন্য ৫০৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল সেটার সাথে এই ২০০ কোটির কি মূল্য রয়েছে! তাও আবার সমগ্র রাজ্যজুড়ে। এই সামান্য টাকা হোমেও লাগবে না যজ্ঞেও লাগবে না। এটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু না। তাছাড়া কেন্দ্রে যে বিশাল অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করেছিল তা ফেরত গিয়েছে। ফলে সুন্দরবনবাসীর কপালে আর সেই ভাগ্য কোন দিনও ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। নদীবাঁধ নিয়ে সুন্দরবনের মানুষ যেমন চিন্তায় রয়েছেন, আজীবন তেমন চিন্তাতেই থাকতে হবে বলে মনে হয়।'

ক্যানিংয়ের বিজেপি নেতা প্রশান্ত বায়েন জানিয়েছেন, 'এমন বাজেট লোক দেখানো। বর্তমানে খেলা মেলার সরকার চলছে। মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে ভোট কিভাবে কেনা যায় সেই উন্নয়ণ চলছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়ণ নিয়ে এই সরকার ভাবে না। ভাবলে নদী বাঁধের জন্য এই সামান্য অর্থ বরাদ্দ হত না।' অন্যদিকে, রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ণ মন্ত্রী তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, 'মা-মাটি-মানুষের সরকার সব সময় সাধারণ মানুষের উন্নয়ণ নিয়েই ভাবেন। সেই কারণেই নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যেটা বিগত দিনের কোন রাজ্য সরকার করতে পারেনি।'

এমন রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই ভাগ্য ঝুলে রয়েছে নদীবাঁধ ঘেরা সুন্দরবনবাসীরা। মুখ্যমন্ত্রী বাজেটের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, নদীবাঁধ নিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে রাজ্য সরকার। তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে কাজ হতে বয়ে যাবে আরও কয়েকটা বছর। কিন্তু যেহেতু নির্বাচন বড় বালাই তাই বাঁধের নামে টাকা বরাদ্দের এই খেলা চলতেই থাকবে। আতঙ্ক কাটবে না নদী পাড়ের বাসিন্দাদের।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের চকলেট প্রদান

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি নীল নলিনি বিদ্যামন্দিরে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের চকলেট প্রদান করা হচ্ছে।

ইঁদুরের বিষ খেয়ে আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় অবসাদে বিষন্ন হয়ে পড়েছিল রুমা নস্কর(১৪) নামে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরে ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়। এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাসন্তী থানার অন্তর্গত বাসন্তী পঞ্চায়েতের সজিনাতলার বাসিন্দা ওই ছাত্রী বাসন্তী সেন্ট টেরিজা উচ্চমাধ্যমিক গার্লস হাইস্কুলের ২০২৫-এর পরীক্ষার্থী। বিষ খাওয়ার পর পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছানের আগেই ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাছ চাষে উৎসাহ দিতে এবার এগিয়ে এল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : সোনারপুর ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে খেয়াদহ ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ৫ হাজার বিঘা জলাজমিতে মাছ চাষ হয়। ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর ছাড়াও ব্লক জুড়ে ১০০টির মতো মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী রয়েছে যারা বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ চাষ করছে। এর মধ্যে মহিলা পরিচালিত মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের মাছ চাষে উৎসাহ দিতেই মাগুর, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাঙাশ সহ একাধিক প্রজাতির মাছ ও মাছের খাবার দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি জলাশয়গুলি পরিষ্কার রাখতে চুন দেওয়া হয়েছে চাষিদের। তাদের দাবি, 'কলকাতা শহরে মাছ জোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয় সোনারপুর। বছরে ৩ মিলিয়ন টনের মতো মাছ উৎপাদন হয় ও যা কলকাতা শহরে সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন বাজারে মাছের চাহিদা বাড়ছে।' ব্লক মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'এই মাছ দেওয়ার ফলে চাষিদের আরো সুবিধা হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মাছ, মাছের খাবার ও জল পরিষ্কার রাখার জন্য চুন দেওয়ায় চাষিদের মাছ চাষের খরচ অনেকটাই কমে যাবে। এছাড়া এই মাছ বিক্রি করে তারা ভালো আয় করতে পারবেন ও স্বনির্ভর হবে।' মাছচাষিরা বলেন, 'রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আমাদের আর্থিক সুরাহা হবে। আমরা খুশি।'

বিবিআইটির সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌ সাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ১১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিবিআইটির সঙ্গে কিংডং ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল, সাউথ কোরিয়ার একটি মৌ স্বাক্ষর হল। বিবিআইটি চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা এবং কিংডং ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল, সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর জন কিউলি এই মৌস্বাক্ষর করেন। সাউথ কোরিয়ার কিংডং ইউনিভার্সিটি গ্লোবালের অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর নূর আলম মোহাম্মদ বলেন, এই নতুন সম্পর্কের মাধ্যমে বিবিআইটির ছাত্রছাত্রীরা যারা স্কলারশিপ নিয়ে সাউথ কোরিয়াতে পড়ার সুযোগ পাবেন তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ার ব্যবস্থা করা হবে। এমনকী সাউথ কোরিয়াতে পার্ট টাইম চাকরিরও সুবর্ণ সুযোগ আছে। মাসে ২৫০০ ডলার ইনকাম হতে পারে। অন্যদিকে সাউথ কোরিয়া থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বজবজ বিবিআইটিতে পড়তে আসবেন তারাও বিনামূল্যে পড়তে পারবে। বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা বলেন, আগামীদিনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে বিবিআইটি কলেজ আরো নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে। সাউথ কোরিয়ার কিংডং ইউনিভার্সিটি গ্লোবালের পক্ষ থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস জুলিয়া জ্যুং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রথমে ভারতের জাতীয় সংগীত এবং সাউথ কোরিয়ার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিবিআইটির প্রচুর ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ৭০ কেজি গাঁজা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করলো বোলপুর থানার পুলিশ।

১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বোলপুরের ঘেরোপাড়া অজয় নদের অবন সেতুর কাছ থেকে প্রায় ৭০ কিলো গাঁজা উদ্ধার করে বোলপুর থানার পুলিশ। ১ মহিলা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওড়িশা থেকে বোলপুর হয়ে রামপুরহাট নিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অ্যাডমিট কার্ড না পেয়ে অনিশ্চয়তায় বহু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী: অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায় মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। অথচ এখনো বহু পরীক্ষার্থী তাদের অ্যাডমিট কার্ড পায়নি বলে অভিযোগ হেডমাস্টার সোসাইটির। ফলে বহু পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পর্ষদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য এই অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সোসাইটির সম্পাদক চন্দন মাইতি। এ বছর প্রথম অনলাইন সিস্টেমে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করানো হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানান প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী উপযুক্ত না থাকা, ইন্টারনেট কানেকশন ঠিকমতো না থাকা, কম্পিউটার ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের অভাব সত্ত্বেও বহু স্কুল নিজেদের তাগিদেই সব কাজ সঠিকভাবে করতে পারলেও অনেক স্কুলের কাছে সেটা সম্ভব হয়নি। যার ফলে একই নামে থাকা দুজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছবি এবং তথ্য আলাদা হয়ে যাওয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। চন্দনবাবুর দাবী, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনলাইনে এডিট অপশন দিলেই সমস্যাটা মিটে যেত। কিন্তু পর্ষদ তা দেয়নি। তাঁর অভিযোগ, 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোন কাজ নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকেই সমস্ত কাজ করে দেওয়া হচ্ছে অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সমস্ত অর্থ পরীক্ষা ফি বাবদ নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এডিট অপশন না দেওয়ার ফলে, সংশোধনের সুযোগ না থাকায় শয়ে শয়ে পরীক্ষার্থীর এবং তাদের অভিভাবকের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ঘিরে তারা ক্ষোভ জানাচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বারে বারে পর্ষদ কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হলেও অনমনীয় পর্ষদের তরফ থেকে কোনো সমাধনা সূত্র জন্য পাওয়া যাচ্ছে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মচারী এবং আধিকারিক, বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের অমানবিক আচরণে লাঞ্ছিত হচ্ছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং ঐ সকল ভুক্তভুগী পরিবারের অভিভাবক অভিভাবিকা এবং পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার্থীদের পরিবার ভেঙে পড়ছেন। এমনকি প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।' মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে, অবিলম্বে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ---পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস(এ এস এফ এইচ এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির থেকে লিখিত অনুরোধ করা হয়েছে। পর্ষদ কোন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে তারা আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য জবেন বলে জানিয়েছেন চন্দনবাবু

নতুন উপাদানের সন্ধানে বাংলার রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার সেবাশ্রয় কর্মসূচী উপলক্ষে বিষ্ণুপুরে এসে অভিষেক বলেন, আমি সবার সাংসদ, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম সবার। যারা ভোট দিয়েছে, যারা দেয়নি সবার। যিনি কিছুদিন আগেও বাংলার বিরোধী দলকে পাত্তা দিতেন না তাঁর মুখে এই ভাষণ কি অন্য সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে অনেকে কংগ্রেস ভেঙে মমতাকে বিজেপির সর্মথনের অতীত রোমন্থনে ব্যস্ত। জোর চর্চা চলছে তা নিয়েও ?

এর পাশাপাশি দিল্লি নির্বাচনের ফল বেরোবার পরেই দ্বিগুন উৎসাহে বাংলা দখলের কথা জানিয়েছে বিজেপি। অঙ্গ, কলিঙ্গের পরে বঙ্গ দখলের ডাক দেওয়া হয়েছে সংঘের তরফে ও বুথ স্তরে সংগঠন না থাকলেও ধর্তব্যের মধ্যেও আনছে না ধরেই নিয়েছে মানুষ পরিবর্তনে মানুষ বদ্ধ পরিকর। কংগ্রেসও আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তেড়েফুঁড়ে নামতে চায় বলে জানিয়েছেন খোদ রাহুল গান্ধী। জানা গিয়েছে, কংগ্রেস এবার নাকি আঞ্চলিক দলের মোহ ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। সিপিএম রাজ্য সম্মেলন শেষ করে নতুন উদ্যমে নিজেদের স্ট্রাটেজি সাজাতে ব্যস্ত। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্বাচন যে এক অভিনব রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

জীবনের মান বদলের দিন গুণছে

প্রথম পাতার পর

এপ্রসঙ্গে অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায় ওএনজিসিকে সবরকম সহযোগিতায় কথা ঘোষণা করার পর তারা ৫-৬ দিন হল, আবার নতুন করে কাজ শুরু করেছে। ওদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে অন্তত ৭০-৮০ একর জমির প্রয়োজন হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ওএনজিসিকে তাদের প্রাথমিক দাবি অনুসারে ১৫ একর জমি প্রদান করা হয়েছে। আরও লাগলে তার ব্যবস্থা করা হবে। ওএনজিসি জানিয়েছে, ওরা খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু করবে। এমনটা হলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৮০০ থেকে এক হাজার(১০০০) মানুষের কর্মসংস্থান হবে এখানে। আর বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকরণ শুরু হলে বদলে যাবে এলাকার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সহ সার্বিক মানচিত্র।'

ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ জানান, 'এতদিন রাজ্যের তরফ থেকে মাইনিং লিজের জন্য প্রয়োজনীয় জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়ায় অশোকনগর থেকে ওএনজিসি তেল উত্তোলনের করতে পারেনি। অনুমোদন প্রাপ্তির পর এবার সেই প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে বলে।'

পুরষায় বিএমওএইচ বদলি হতেই বাঁধভাঙা আনন্দে মাতল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: এলাকার শত শত অসুস্থ মানুষের অত্যন্ত ভরসার সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থা নিয়ে তলে তলে ফুঁসছিল বাসিন্দারা। এবার সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিকের অন্যত্র বদলি হতেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল অসংখ্য মানুষ। সম্প্রতি, এমনই ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী গলসি থানার পুরষা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। একইসঙ্গে আনন্দে মাতোয়ারা মানুষজন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নের একবুক প্রত্যাশায় কার্যত সাদরে বরণ করে নিল নবনিযুক্ত আধিকারিককে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরষা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর প্রত্যন্ত এলাকার অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত নির্ভরশীল। এলাকার বাসিন্দাদের বেশিরভাগই প্রান্তিক শ্রেণীর। মূলত কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করে তাদের সংসার চলে। আপতকালীন ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই শ্রেণীর মানুষের একটা বড়সড় অংশের অন্যতম ভরসার জায়গা হল পুরষা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সর্বক্ষণ রোগী ভর্তি থেকে শুরু করে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের জোগান প্রভৃতির সুবিধালাভে অসুস্থ মানুষজন অনেকখানিই স্বস্তি পেত। কিন্তু, সেই স্বস্তিলাভে একসময় ব্যাঘাত ঘটল। চিকিৎসা পরিষেবার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকে। নানাদিক বিষয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতি চরম উদাসিনতার ভুঁরি ভুঁরি অভিযোগ উঠতে শুরু করল। একসময় ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল অবস্থার জন্য খোদ আধিকারিকের (বিএমওএইচ) দিকে আঙুল উঠলে জল গিয়ে পৌঁছায় অনেকদূর। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পুরষা বিএমওএইচ-এর বদলি চেয়ে বিভিন্ন জায়গায় নালিশ ঠুকতে থাকেন। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, গত ৩০ জানুয়ারি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পুরষার বিএমওএইচ ডাঃ পায়েল বিশ্বাসকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ডাঃ সব্যসাচী শিকদারকে নিয়োগ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'পূর্বতন বিএমওএইচ অকর্মণ্য ছিলেন। তার আমলেই পুরষা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকায় অসংখ্য মানুষ সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।' জনৈক বাসিন্দার দাবি, 'এই শীতকালে একদিন অসুস্থ হয়ে তিনি পুরষা হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। কিন্তু, সেখানে ঘরের জানলার কাচ ভাঙা থাকায় ঠান্ডায় কাবু হতে হয়েছে। আগে পর্যাপ্ত সরকারি ওষুধও মিলত। এখন তা না মেলায় ওষুধ কেনার জন্য দোকানে ভিড় লেগে থাকে।' ক্ষুব্ধ বাসিন্দা সহ রোগীর পরিজনদের একাংশ নতুন বিএমওএইচ রূপে তরুণ চিকিৎসক সব্যসাচী শিকদারকে পেয়ে খুশিতে একেবারে ডগমগ। তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে সকলকে মিষ্টিমুখ করান এবং পুরষা বিপিএইচসির নবনিযুক্ত বিএমওএইচকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁকেও মিষ্টি খাইয়ে আসেন। ডাঃ শিকদার সংবাদমাধ

কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ে দ্বিমত স্বপন–বিশ্বরূপ

বরুণ মণ্ডল: বর্তমানে কলকাতা শহরের বায়ুদূষণের মাত্রা খুব খারাপ না হলেও, তা যথেষ্ট রকম উদ্বেগজনক। ফলস্বরূপ, কলকাতার নাগরিকদের বিভিন্ন রোগের শিকার হতে হচ্ছে। স্কিন ডিজিজ যথেষ্ট রকম বেড়ে গিয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র আরও বক্তব্য পৌরসংস্থা কী রাজ্যের পরিবহন দপ্তর এবং কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বায়ুদূষণ বিষয়ে পর্যালোচনা করে জোড়–বিজোড় সংখ্যার গাড়ির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে পারে না?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'কলকাতা পৌর এলাকার পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। কলকাতা পৌরসংস্থা পরিবেশ বিষয়ে যথেষ্ট রকম সজাগ সচেতন। তার কারণ এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিংয়ের যা সিস্টেম তার থেকে অনেকটা নীচেই আছি। এছাড়াও জোড়–বিজোড় সংখ্যার গাড়ি চালানো বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি মেয়র পারিষদ এটার প্রয়োজন নেই বলে উড়িয়ে দেন।' পরিদূষণ রোধে কলকাতা পৌরসংস্থা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই শীতকালেও কলকাতার 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ২০০–র নীচে। শীতকালে একটু বায়ুদূষণ হয়ে থাকে। তবুও তার মধ্যেও মাত্র একদিনই বালিগঞ্জ অঞ্চলটায় দূষণমাত্রা ২০০ মাত্রা অতিক্রম করেছিল। কলকাতার সর্বত্রই ২০০–র থেকে কমই আছে। পরিবেশতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েই বলা হচ্ছে।

এছাড়াও দূষণরোধে কলকাতা পৌরসংস্থা 'ন্যাশনাল ক্লিয়ার এয়ার প্রোগ্রাম(এনসিএপি) থেকে বার্ষিক পাওয়া অনুদানের কোন নির্দিষ্টকরণ নেই। তবে ২০১৯–২০ থেকে ২০২৪–২৫ গত ৬বছরে সর্বমোট ৮২২ কোটি টাকা এসেছে। কলকাতার বায়ুদূষণ রোধের মধ্যে ৭০৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট খাতে, রোডস ও সিভিল ডিপার্টমেন্টে, পার্কস অ্যান্ড স্কোয়ার খাতে, লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেরিটেজ, টলিনালা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এবং ওয়েস্টবেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে টাকাগুলি ব্যয় হয়েছে।

বিশ্বরূপবাবু বলেন,'চিন্তার কোনও কারণ নেই নয়, কিন্তু চিন্তার কারণ কিছুটা হলেও আছে। কারণ 'মোস্ট পলিউটেড সিটি যেগুলি আছে, তার মধ্যে কলকাতা মহানগরের নাম রয়েছে। তার মানে এই নয় যে, এজন্য কেবলমাত্র কলকাতা পৌরসংস্থা দায়ী। এয়ার কোয়ালিটিকে আরও ভালো করতে হবে। ভালো করতে গেলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তা নিতে হতে। কোনওরকম হালছাড়া মনোভাব নিলে হবে না। হাঁপানি রোগ কিন্তু বাড়ছে। যেমন : প্লাস্টিক(পাতলা পলিথিন ব্যাগ) ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে।

প্রতি উত্তরে স্বপন সমাদ্দার বলেন, পশ্চিমবঙ্গ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের নেতৃত্বে আমরা কলকাতাবাসী অনেক ভালো জায়গায় আছি। তবে আরও ভালো করতে হবে। পৌরপ্রতিনিধিরা আপনারা দেখবেন আপনাদের ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে আগুন জ্বালানো হচ্ছে, বিভিন্ন টায়ার বাঁশ জ্বালা হচ্ছে। নাগরিকদের এগুলি বন্ধ করাতে বলুন। আপনাদের কথা না শুনলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে খবর দিন। কোথায় হচ্ছে তা জানিয়ে দিন। শীতকালে ধোঁয়াটা উপরে উঠতে পারছে না, ফলে নীচে থেকে যাচ্ছে। আর আমরা শ্বাস গ্রহণে তা নিচ্ছি।

'তিন আইন' আছে, এবার আসছে 'পাঁচ আইন'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮৭২ সালের তিন আইনের কথা অনেকেই জানেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলনের প্রভাবে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার উৎসাহিত হয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২ সালের ২ মার্চ 'তিন আইন(অ্যাক্ট থ্রি–১৮৭২) পাস করেন। এই সমাজসংস্কার আইনের দ্বারা মেয়েদের বাল্যবিবাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে রদ, পুরুষের বহুবিবাহ কুলীন প্রথা নিষিদ্ধ এবং বিধবাবিবাহের সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করা হয়।

তবে রাজ্যে এবার আসতে চলেছে ব্রিটিশ শাসনকালের 'পাঁচ আইন'। তবে কলকাতা পৌর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারা যারা কলকাতা পৌর এলাকার ভোটার তাঁদের অধিকাংশ কিন্তু এই 'পাঁচ আইনকে স্বাগত জানাতে তৈরি। কারণ ঠিক কারা এই কলকাতা শহরকে দূষিত করে, তা সঠিক ভাবে জানা যাবে, এই আইন চালু হলে।

১৯১১ সালের হিসাব মতো কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ৪৫,৬১,৮৪১ জন (পুরুষ ২৩,৮৯, ০৮৪ জন এবং মহিলা ২১,৭২,৭৫৭ জন)। এবং গত ১৪ বছরে কলকাতা পৌর এলাকার স্থায়ী জনসংখ্যা যদি ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে কলকাতা পৌর এলাকার বর্তমান স্থায়ী বাসিন্দা হবে (৪৫,৬১,৮৪১+৬,৩৮,৬৫৭) ৫২,০০,৪৯৮ জন। আর এই ৫২ লক্ষ স্থায়ী বাসিন্দাদের কলকাতা পৌরসংস্থা সকাল–সন্ধে পাখিপড়ার মতো শিখিয়ে চলেছে, কলকাতার বাসিন্দাদের কী করতে হবে এবং কী করা যাবে। আপনার শহরকে সুন্দর রাখার দায়দায়িত্ব আপনার। কী করলে আর্থিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা কলকাতাবাসী জানে। সুতরাং, ব্রিটিশ জমানার এই 'পাঁচ আইন' সম্পর্কে কলকাতাবাসী যথেষ্ট সজাগ সচেতন। এদিকে সপ্তাহের সোম থেকে শনি ভরদুপুরে কলকাতা পৌর এলাকায় জনসংখ্যা বেড়ে হয় কমবেশি ১ কোটি ২০ লক্ষ। সুতরাং কলকাতা শহরের আশেপাশের শহর–গ্রাম থেকে কমবেশি ৭০ লক্ষ লোক কর্মসূত্রে সকালে কলকাতা শহরে ঢুকছে। আর কাজকর্ম সেরে সন্ধেরাতে কলকাতা শহর ছেড়ে চলেও যায়। এই মানুষজন শহরে দিনের প্রধান ১০ ঘণ্টা থাকার সময়ে কলকাতার নিয়মকানুন সম্পর্কে কতটা সজাগ সচেতন, তা 'পাঁচ আইন' কার্যকর হলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ঠিক কারা কলকাতা শহরকে নোংরা করছে। রাস্তাঘাটে যে কোনও ধরনের 'নুইসেন্স রুখতে এই আইন আসছে।

আপনি কী কলকাতা পৌর এলাকার যেখানে সেখানে থুতু ফেলেন? পানের পিক,

পান মশলার পিক, গুটখার পিক ফেলেন? মুখে তো সর্বক্ষণ গুটখা নিয়ে ঘোরেন। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন প্রস্রাব করতে? কলকাতা শহরটা ঠিক এই কারণেই দূষিত হচ্ছে। ব্রিটিশ আইন এখন নেই, তাই রাজ্য প্রশাসন এবার কড়া হচ্ছে। এবারে রাজ্যসহ কলকাতা মহানগরে ফিরছে ব্রিটিশ জমানার 'পাঁচ আইন'। ভারতীয় দন্ডবিধির ৫ নম্বর আইনে এ দেশে 'ক্লিন সিটি অভ ইন্ডিয়া কটা আছে জানেন? মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ইন্দোর (এখানে কমবেশি ৪০ লক্ষ মানুষের বসবাস), গুজরাতের আহমেদাবাদ (এখানে ৫০–৬০ লক্ষ) ও সুরাত (এখানে ৭০ লক্ষ), অন্ধপ্রদেশ রাজ্যের বিজয়ওয়াড়া (এখানে ৬০ লক্ষ) মহানগর প্রভৃতি। এরা প্রথম ১০–এর তালিকায় আছে। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নিত্য পরিচ্ছন্নতার বার্তা শেখানো হয়। তাও চলে বদোভ্যাস, শিক্ষিত বা ধনী লোকেরাও পরিবেশ নোংরা করছে। এবার ধরতে পারলে মোটা টাকা জরিমানার সঙ্গে শাস্তির সংস্থান আছে। বাসে যেতে যেতে চিপসের প্যাকেট বা চিঁড়ে ভাজার প্যাকেট, পানের পিক বা থুতু শহর কলকাতার রাস্তায় ফেললে এবার থেকে ওই বাসের ওপরেই মোটা টাকা জরিমানা হবে। ব্রিটিশ জমানার পাঁচ আইনে নিষিদ্ধ ছিল রাস্তাঘাটে অশালীন জামাকাপড় পড়া, রাস্তাঘাটে গালিগালাজ করা। অশ্রাব্য কথা বলা। এই ৫ আইনকে সামনে রেখে ব্রিটিশরা যাকেতাকে জেলে ঢুকিয়ে শাস্তি দিত।

এদিকে মহানাগরিক বলেন, 'শহরকে নোংরা করলে যে ব্যক্তি শহরকে নোংরা করছে, তাঁর বিরুদ্ধে জরিমানা করার আইন কলকাতা পৌরসংস্থায় ইতিমধ্যেই আছে। এবার এটা বলবৎ করতে হবে। এখন কলকাতা পৌরসংস্থায় ওই আইনে কিছু সংযোজন করা প্রয়োজন। এতদিন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর জরিমানা করা হত। এবার গাড়ির থেকে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলে দিলে ওই গাড়ির ওপর জরিমানা করা হবে। রাজস্ব ব্যয় করে রঙ করা হল মা ফ্লাইওভারে, আর তাতে ফক করে পানের পিক গুটখার পিক ফেলে দিলাম, এবার থেকে জরিমানা হবে। ব্যবসায়ীরা নিজের পয়সায় বিন কিনে দোকানের সামনে রাখুন তাতে বাতিল জিনিস ফেলবেন। রাস্তায় নয়। আপনার শহর আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, যত্রতত্র থুতু ফেলবেন না, পিক ফেলবেন না। যত্রতত্র প্রস্রাব করবেন না। কলকাতা শহরকে নোংরা করবেন না। নোংরা করলে জরিমানা হবে। এটা লেখা বোর্ড কলকাতায় বাংলায় বসেছে। এবার ইংরেজি ও হিন্দিতে বসছে।'

কুঁদঘাটে হবে পৌরপণ্য বীথিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার কুঁদঘাটে পৌরপণ্য বীথিকা তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। পৌরসংস্থার বাজার দপ্তর সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই এ কাজ শুরু হবে। ওই এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির মাধ্যমে অনেকবার স্থানীয় বাজারটির উন্নয়নের দাবি তুলেছেন। নর্থ সাউথ মেট্রো রেলের(ব্লু লাইন) নেতাজী স্টেশনের পাশেই এই কুঁদঘাট বাজারটি অবস্থিত। পূর্ব পুটিয়ারি, কুঁদঘাট, ব্যানার্জী পাড়া(ওয়ার্ড ১১৫), চাকদহ(ওয়ার্ড ১১৪), বন্দিপুর(ওয়ার্ড ১১৩ ও ১১৪), নিউ টালিগঞ্জসহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা এই কুঁদঘাট বাজারের ওপর নির্ভরশীল। কলকাতা পৌরসংস্থার বাজার দপ্তর সূত্রে খবর, জমিজটের কারণে কুঁদঘাট বাজার উন্নয়ণ আটকে ছিল। তবে সেই জমিজট অনেকটাই কেটেছে। পৌরসংস্থার বাজার দপ্তর, বিল্ডিং দপ্তর ও সিভিল ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা এই বাজার পরিদর্শণ করেছেন। দোকানদারদের দোকান বন্টন কীভাবে হবে, তা নিয়েও পৌর আধিকারিকদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে বাজার দপ্তরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি জানান, 'কলকাতা পৌর এলাকার বেশ কয়েকটি পৌর বাজারের উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই তালিকায় কুঁদঘাট বাজারও রয়েছে।'

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পাশে স্থায়ী কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্য সরকারি অফিসের মতো আয়কর বিভাগেও সরকারি অফিসারদের পাশাপাশি কয়েকশো চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তাকর্মী ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক কাজ করেন। এবার তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ওই বিভাগের সরকারি কর্মী ও অফিসাররা। সর্বভারতীয় আয়কর এসসি/এসটি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়কর ভবন পুর্বাতে এক অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ এর বেশি চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের শাল তুলে দেন আয়কর মহানির্দেশক (ইনভেস্টিগেশন), ওয়েস্ট বেঙ্গল, সিকিম ও এনইআর, অশোক কুমার সরোহা, প্রিন্সিপ্যাল ডিরেক্টর ইনকাম ট্যাক্স(ইনভেস্টিগেশন), কলকাত, জসদিপ সিং, প্রিন্সিপ্যাল কমিশনার সেন্ট্রাল এস কে পোদ্দার প্রমুখ। অশোক কুমার সরোহা বলেন, গত ১৩ জানুয়ারি ধর্মতলায় আয়কর ভবন থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। আয়কর বিভাগের অন্যান্য অফিস ঘুরে এদিন আয়কর ভবন পুর্বাতে শেষ হল। তাদের মুল লক্ষ্য কাজের পাশাপাশি মানবসেবা। তাদের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে প্রকৃতপক্ষে আর্থিক সংকটের কারণে যারা নিজেদের ইচ্ছামতো পেশা বেছে নিতে পারছে না, সেই মেধাবী ও অভাবী শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ দিক নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা।

ছবি বার্তা

জলাঞ্জলি : হাওড়া ডোমজুড় রেল ব্রিজের কাছে সরস্বতী নদীর উপর এভাবেই জমা হচ্ছে স্তুপাকার আবর্জনা। প্রশাসন নির্বিকার। **ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী**

রং তুলিতে : বেহালার যুব সম্মিলনীর উদ্যোগে সারা বাংলা অঙ্কন প্রতিযোগিতা। **ছবি : অরুণ লোধ**

দৃষ্টিদান : হিন্দ সংঘে সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। **ছবি : সুমন সরদার**

প্রস্ফুটিত : বসন্তে ডানা মেলার অপেক্ষায়। **ছবি : প্রীতম দাস**

জানা–অজানা সফরে

শিবরাত্রির মেলায় স্বামী আত্মানন্দ গিরির মঠে তালগাছের মাথা থেকে ভেসে আসে নহবতের সুর

দীপংকর মান্না

রাজভূমি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইতিহাস মাখা উদয়নারায়ণপুর ছিল ভুরসুট বা ভুরশুট পরগণার সদর দপ্তর।

একসময় বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করীর ছিল খুব নাম ডাক। রাজভূমি বা জমিদারি লুপ্ত পেলেও গড় ভবানীপুরে গড়ে উঠেছে রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি পর্যটনকেন্দ্র।

এই রাজভূমির গড় ভবানীপুর, সোনাতলা, কুমারচক, বড়দা, বেনাগড়ি, লাল বেনাগড়ি, পাথেয়াগড়ির পাশে কানসোনা। এক সময় এই কানসোনাও ছিল বর্ধমান জমিদারের অন্তর্ভুক্ত এক গ্রাম।কান পাতলে শোনা যায় রাণীর লোককথার পাশাপাশি স্বামী আত্মানন্দ গিরির রহস্যময় গল্প।

কানসোনা মূলত কৃষি প্রধান গ্রাম। আলু, আখ, ধান, বাদাম, সরষে মাঠের সম্পদ। কিছু মানুষের নিজস্ব কারবার আছে। লোকসংখ্যা মেরেকেটে ৩ হাজারের কাছাকাছি। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি নিউ সেট আপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। ২ বিদ্যালয়ের কোল ঘেঁষে আছে ১০০ ফুট ব্যাসার্ধের ৪০০ বছরের পুরনো বড় এক অশ্বত্থ গাছ। গাছটি গ্রামের পরম সম্পদ। এই মনোরম গ্রামটির ঘুম ভাঙে দামোদরের জলে সূর্যের চিকচিক আলোর ছটায়। সন্ধ্যা নামে শাঁখের শব্দ আর হরিনামের মিষ্টি সুরে। বছরের এক বিশেষ পুজোয় তালগাছের মাথা থেকে ভেসে আসে নহবতের সুর।

গ্রামটির অহংকার স্বামী আত্মানন্দ গিরির আশ্রম ওরফে ভীম বাবাজির মঠ। দামোদরের কোলে কানসোনা শ্মশান কুঠী থেকে আত্মানন্দ গিরির গল্প বেশ রোমাঞ্চকর। হাজার হাজার ভক্তদের অন্তরে আজও ধ্বনিত হয় জয় বাবা ভীম বাবাজি।

কানসোনা গ্রামে এক কৃষকের ঘরে জন্ম নেন ভীমচন্দ্র মালিক। পরিচিত নাম ভীম মালিক। পরে আরও পরিচিত হন ভীম বাবাজী নামে।যতদূর জানা যায় তাঁর জন্ম তারিখ ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ। বাল্যকাল থেকেই ভীম মালিক ছিলেন ভাবাবেগ প্রবণ মানুষ।সুর ছিল তাঁর মুখে মুখে। সংসারে ছিল তাঁর অভাব অনটন। তা সত্বেও ভীম মালিক কোনদিনও সুর ছাড়েননি। ভালো তবলা বাজাতেন। অভিনয় করতেন যাত্রা নাটকে। গ্রামের মতি চক্রবর্তীর ছিল যাত্রাদল। ভীমবাবু ওই যাত্রাদলে অভিনয়ের পাশাপাশি তবলা বাজাতেন। সুনাম জশ ছেড়ে ভীম মালিক হয়ে যান আত্মভোলা। বেরিয়ে আসেন যাত্রার দল থেকে। কোপে পড়েন যাত্রা দলের মালিক মতি চক্রবর্তীর ভীম মালিককে তিনি অভিশাপ দিয়ে বলেন, যদি কোনওদিন অন্য যাত্রা দলে বা অন্য কোথাও তবলা বাজায় তাহলে ভীম বুকে যন্ত্রণায় ভুগবে।গুরুর অভিশাপে চিন্তা বাড়ে ভীম মালিকের।

রাগে ক্ষোভে অপমানে বাড়ি ছাড়েন ভীম মালিক। ঠাঁই নেন বাড়ির অদূরে শ্মশানের মাঝে। দামোদরের ছলাৎ ছলাৎ মধুর জলের ঢেউ ভীম মালিকের বিষন্ন মনকে চাঙ্গা করে। এখান থেকেই শুরু হয় ভীম মালিকের দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৈরি করেন মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের ছোট্ট কুঠি। তিনি বিশ্বাস করতেন সুর দিয়েই ভগবানকে কাছে পাওয়া যায়। সেই মতো তার তপস্যা। স্বপ্ন দেখা সন্ন্যাসে। অনবরত তপস্যায় ভগবান সাড়া দেয়, কাছে আসে। ভীম মালিক হয়ে যান ভীম বাবাজী।

ভীম বাবাজী দীক্ষা নেন বাঁকুড়ার পাগলা বাবার কাছে। তখন নাম হয় ভক্ত দাস। তাঁর গুরুভাই গুরু দাস। ২ জনে মিলে একদিন চলেছেন কুম্ভ মেলায়। অনেক কষ্টে পৌঁছায় তারা কুম্ভ তীর্থে। এদিকে ওদিকে কুম্ভে ঘুরে বেড়ান ভক্ত দাস বাবাজী। সেখানে তিনি আনমোনা হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন বাহ্য জ্ঞান। গুরু ভাই বোঝাতে থাকেন। কোন ফল হয় না। একদিন রাত্রে ভক্ত দাস স্বপ্ন দেখেন তিনি বসে আছেন এক যজ্ঞস্থলে। সন্নাসী পরিবেষ্ঠিত পরিবেশে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে। ধূমায়িত কুন্ডু থেকে অগ্নিশিখা ক্রমেই উর্দ্ধমুখী হচ্ছে। তারপর সেই শিখা থেকে একটি উপবিত দৃষ্টি গোচরে আসছে। নিজের মনে দেখা দেয় সংশয়। উপবিত গ্রহণ অনুচিত হবে। এই ভাবনা যখন মনের কোনে বাসা বাঁধে,তখন শুনলেন দৈববাণী 'তুমি সমস্ত সংসারের উদ্ধে– তুমি

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছো'। এরপর তিনি কুম্ভ তীর্থে মস্তক মুন্ডন করে নতুন শক্তিতে হলেন বলিয়ান।

ভীম মালিক ওরফে ভীম বাবাজী–র এবার তৃতীয় অধ্যায় শুরু। তিনি এখন ঠাকুর আত্মানন্দ। নানা অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু কখনই তিনি তাঁর শক্তি বা ক্ষমতা জাহির করেননি। ভক্তদের কাছে তিনি ছিলেন প্রাণের ঠাকুর। শিশুর মতো সহজ সরল।কমলের মতো নরম।সকলকে আপন করে ঠাকুর আত্মানন্দ থাকেন শ্রদ্ধার আসনে। ঠাকুর আত্মানন্দের মূল বাণী– শ্রেয়ই যেন প্রেয়ই হয়, শরীরে রোগ না হয়, মনে শোক না হয়,যেমন ধ্বনি তেমন প্রতিধ্বনী ইত্যাদি। ঠাকুর আত্মানন্দের তিরোধান দিবস ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ৫ পৌষ। শোনা যায় ঠাকুর আত্মারামকে তখনকার দিনে চন্দন কাঠে দাহ করা হয়।

ভীম বাবাজীকে নিয়ে চালু আছে নানান লোককথা। যেহেতু গুরুর অভিশাপ তবলা বাজানো বারণ, তাই তিনি হাঁটুতে হাত চাবড়ে শিষ্য তৈরি করেন। তিনি নাকি শিব মন্দিরের কাছে মাটির কুয়োয় ঘি গঙ্গাজল ঢাললেই জ্বলে উঠতো আগুন। সেই আগুনে ভীম বাবাজী করতেন যজ্ঞ।

ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে শতাব্দী প্রাচীন কানসোনা ভীম বাবাজীর মঠে সাড়ম্বরে পালিত হয় শিবরাত্রির পুজো ও মেলা। তিন

দিন ধরে চলে এই মেলা। বিভিন্ন জেলা থেকে মেলার নানা পসরা নিয়ে হাজির হয় শত শত বিক্রেতা। মেলার মূল আকর্ষণ তাল গাছের মাথায় বসে নহবত। সেখান থেকে ভেসে আসে নহবতের সুর। সানাই, তবলা ও একতারার মধুর সুরে মেলা প্রাঙ্গণ গমগম করে। পরম্পরা মেনে হুগলির নতিবপুর থেকে আসে নহবতের দল। মেলা কমিটির পিন্টু ঘোষ, রামচন্দ্র দলুই, তরুণ মালিক, পীযুষ চক্রবর্তী এবং সৌরভ মণ্ডলের কথায়, সরস্বতী পুজো থেকেই শুরু হয়ে যায় আমাদের মেলার প্রস্তুতি। সাধু মা, অর্থাৎ ভীম বাবাজীর স্ত্রীর নাম সরস্বতী, তাই রীতি মেনে সরস্বতী পুজোর দিন থেকেই তাল গাছে বাঁধা শুরু হয়ে যায় নহবতের কাঠামো। আরও আশ্চর্যের শতাব্দী কাল ধরে এক–ই তালগাছের মাথায় বেজে আসছে নহবতের সুর। শেষ দিন অন্নকূট। খিচুড়ি,

তরকারি ও মিহিদানা। অন্নকূটের জন্য উনুন,কড়া ও আনুষঙ্গিক জিনিস দেখার মতো। এত বড় কড়া,এক কড়াতেই চাল ডাল সিদ্ধ হয় একশো কেজি। এই রকম বড় কড়া দুটি ও ওর থেকে একটু ছোট কড়া আছে আরও দুটি। আনুমানিক পনের থেকে কুড়ি হাজার ভক্ত অন্নকুটের প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাই ভীম বাবাজীর শিবরাত্রির মেলা ভক্তদের মুখে মুখে। নহবতের সুর ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম।

কীভাবে যাবেন

১) হাওড়া থেকে ডিহিভুরশুট বাসে বড়দা স্টপেজ।
২) হাওড়া থেকে ঝিখিরা বা নারিট বাসে আমতায় নেমে বড়দা।
৩) কলকাতা থেকে আমতায় এসে বড়দা যাওয়া যায়।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দর্শক মনোরঞ্জনে অসফল দৈবকীনন্দন সিংহ বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যত গর্জন তত বর্ষণ নয়, কথাটি মনে পড়ে গেল বহু ঢক্কানিনাদিত কয়েকদিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান ছবিটি দেখে। বিনোদিনীকে নানা মাধ্যমে ইতিপূর্বে বহুবার দেখে শুনে একটা ছবি আঁকা হয়ে আছে। এটা ভেঙে নতুন ভাবে বিনোদিনীকে আবিষ্কার করা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো। বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায় ও মিডিয়ায় এই ছবির গালভরা গুণগান শুনে বড় আশা নিয়ে ছবি দেখতে গেলাম মিনার প্রেক্ষাগৃহে। ভাঁড়ার শূন্যই রয়ে গেল। গোটা কয়েক দর্শক নিয়ে এই ছবি চলছিল। যখন এই লেখা লিখতে বসেছি তখন সে ছবি মিনার থেকে বিদায় নিয়েছে। বিনোদিনীর আত্মজীবনী, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বিনোদিনী সংক্রান্ত গ্রন্থ যার মধ্যে রয়েছে অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গিরিশচন্দ্র, আশুতোষ ভট্টাচার্যের বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ও শ্রীরামকৃষ্ণ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, স্বামী গম্ভীরানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা প্রভৃতি গ্রন্থে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে বিনোদিনীর জীবনের, সেসবের পরিপন্থী বিষয়গুলি দেখলাম এই ছবিটিতে। বিশেষ করে যেখানে মঞ্চের প্রিয়জনদের দ্বারা প্রতারিত বিনোদিনী ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করছেন। সেই দৃশ্যটি যেভাবে দেখানো হয়েছে তার বাস্তব ছবিটি কিন্তু ভিন্ন। ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ঠাকুর স্টার থিয়েটারে নাটক দেখতে

এসেছেন। গিরিশচন্দ্র সমস্ত ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে গেছেন। ছবিতে দেখা গেল গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে নাটকের শেষে অফিস ঘরে মিষ্টি পরিবেশনে রয়েছেন। বাস্তবে ঠাকুরের সঙ্গে ভাগ্নে হৃদে নাটক দেখতে সেদিন যাননি। ছবিতে দেখলাম হৃদে গেছেন। ঠাকুর যখন রোগ শয্যায় শ্যামপুকুর বাটিতে, তখন হ্যাট কোট পরে বিনোদিনী গিয়েছিলেন ঠাকুরকে দেখতে। সেই সময় বিনোদিনীকে সাহায্য করেছিলেন কালীপদ ঘোষ (দানাকাকালি)। কিন্তু ছবিতে দেখা গেল যে, সেখানে রসরাজ অমৃতলাল বসু নিয়ে গেছেন বিনোদিনীকে ঠাকুরের কাছে। ছবিতে দেখা গেল ঠাকুর কল্পতরুর কথা বিনোদিনীকে বলছিলেন। কিন্তু শ্যামপুকুর বাটিতে নয়, ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। বিনোদিনীর নাট্যজীবনের শুরু শত্রুসংহার নাটকের মধ্যদিয়ে, সীতা নাটকের মধ্যে দিয়ে নয়। গোলাপের মৃত্যু দৃশ্য পরবর্তী অংশটা অকারণে দীর্ঘায়িত। বিনোদিনীর জীবনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে গান। সেই গান এই ছবিতেই সবচেয়ে পীড়াদায়ক। আমি চাই না তোমার ওজন করা ভালোবাসা অথবা হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় গানগুলি মন ছুঁয়ে যায় না। তবে ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ গানটি শ্রুতি মধুর। অধিকাংশ দৃশ্যই ঘন অন্ধকারে অথবা বর্ষণমুখর দিনে। ঝকঝকে আলোর সন্ধান ছবিটিতে খুব কমই পাওয়া গেছে। সৌমিক হালদারেরও দৃশ্য গ্রহণ তেমন কিছু নয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় নাম ভূমিকার শিল্পী রুক্মিনী মৈত্রের কথা। তাঁর আচরণ উচ্চারণ বাচনভঙ্গি সবই আধুনিকতায় ঢালা। আটপৌরে বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শিল্পী নির্বাচন এই ছবিতে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। ফলে মীরের গুর্মুখ রায়, চন্দন রায় সান্যালের শ্রীরামকৃষ্ণ, গৌতম হালদারের দাশু কোনটাই পাশ নম্বর দেওয়ার মতো নয়। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো জাত অভিনেতাও কি গিরিশ চরিত্রে মানাতে পেরেছেন? সম্ভবত নয়। আলাদা করে ভালো লেগে যায় চান্দ্রেয়ী ঘোষ, রাহুল বোস, ওম সাহানির অভিনয়। প্রিয়াঙ্কা পোদ্দারের লেখা চিত্রনাট্যের মধ্যেই রয়েছে বিস্তর খামতি। ফলে সে খামতি কোনওভাবেই পরিচালক হিসেবে ঢাকতে পারেননি রাম কমল মুখোপাধ্যায়।

কলকাতায় হিন্দি সিনেমা 'লাগি তুঝশে লগন'

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'কলকাতায় এই মুহূর্তে বাংলা সিনেমার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। পয়সা ওঠে না। হিন্দি সিনেমা করি, যাতে অন্তত পয়সাটা উঠে আসে। এটা এক নতুন প্রোডিউসরের বক্তব্য। কলকাতায় হিন্দি সিনেমা 'লাগি তুজশে লগনের প্রিমিয়ার শো হয়ে গেল ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ধর্মতলাস্থিত 'সোসাইটি সিনেমা হলে'। ৭ ফেব্রুয়ারি সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে কলকাতাতেই। ডিজিটাল সিনেমা অর্গানাইজেশনের ব্যানারে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটি। অ্যাসোসিয়েট প্রোডিউসর রয়েছে অর্পন ফিল্ম। সহযোগী প্রযোজক দেবব্রত নন্দী। পরিচালনা রয়েছেন দিলীপ চৌধুরী ও কিশোর কুমার গিরি। চিত্রনাট্য গোপাল ব্যারাকপুড়ি। সিনেমায় নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বড়ো পর্দায় নবাগত রোহিত ও নেহা মালিক। শিল্পী তালিকায় রয়েছেন বেশ কয়েকটি নবাগত মুখ।

গভীর প্রেমের এক মর্মস্পর্শী কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। অভিনেতা রোহিত জানান, এই সিনেমার অধিকাংশ শুটিং হয়েছে নেপালের বিভিন্ন জায়গায়। সবাই নিশ্চয়ই আসবেন সিনেমাটি দেখতে। এটি আমাদের প্রথম হিন্দি সিনেমা। নেহা মালিক বলেন, আমাদের বড়ো পর্দায় এই প্রথম সিনেমা হিন্দি সিনেমা লাগি

তুঝশে লগন। সিনেমা প্রেমিকরা সবাই আমাদের এই সিনেমাটি দেখতে আসবেন। এবং অবশ্যই জানাবেন সিনেমাটি কেমন হল। রূপা হালদার বলেন, বন্ধুরা তোমরা সবাই সিনেমাটি দেখতে এসো। সুর দিয়েছেন গোপাল ব্যারাকপুড়ি ও জেট. এ. ওসমানি। সিনেমায় গানগুলি গেয়েছেন কুমার সুরজিৎ, বীথি মুখোপাধ্যায় ও রীতেশ। সহযোগী প্রযোজক দেবব্রত নন্দী বলেন, অর্পন ফিল্ম এটা আমার ছেলের নামে প্রোডাকশন। গল্পটা শুনে আমার ভালো লেগে ছিল। আর হিন্দিতে করার কারণ হচ্ছে, যাতে অল ইন্ডিয়ায় সিনেমাটি ব্যবসা করতে পারে। কারণ এই মুহূর্তে বাংলা সিনেমার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। পয়সা ওঠে না। হিন্দি সিনেমা করি যাতে পয়সাটা উঠে আসে। এই চেষ্টাই এখন করছি। বাংলা সিনেমার এই দুর্দিনে এই হিন্দি ছবির প্রয়াস। বাংলা সিনেমা করার মতো মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও করতে পারি না। তার আরও একটা কারণ হল, বাংলা সিনেমায় নতুন প্রযোজকরা ভালো সিনেমা হল পায় না। ছোটো-খাটো প্রোডিউসর হলে তো পাবেই না। যাঁরা বড়ো প্রোডিউসর তাঁরা সব ভালো হল, আবার ভালো টাইম আগে থেকে বুক করে রেখে দেয়। আমরা হিন্দি সিনেমা করি। অল ইন্ডিয়াতে অনেক চ্যানেলে দেখানো হয়। ওটিপিতে দেখানো হয়। তাতে আমাদের যেটুকু টাকা খরচ হয় তা উঠে আসে। পরিচালক দিলীপ চৌধুরীর জানান, আমি হিন্দি ভোজপুরি বাংলা সব ধরনের সিনেমা তৈরি করি। এটা আমরা গত বছর নেপালে শুটিং হয়েছিল। সম্পূর্ণ রূপে প্রেমের কাহিনি অবলম্বনে এই সিনেমা। মাথায় পাথরের আঘাত পাওয়া একটি মেয়েকে ছেলেটি সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে। মেয়েটি নিজের নামসহ অতীত দিনের সমস্ত কাহিনি লোপ পায়। এভাবেই সিনেমাটি এগিয়ে চলে। আপনারা দেখতে আসুন। সিনেমাটি কেমন হলো বলুন।

ভরত মুনি জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ ফেব্রুয়ারি পালিত হল ভরত মুনি জন্মজয়ন্তী। প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক। তিনি ভরত মুনির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। অতিথি ও নাট্যশিল্পীরা তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বক্তব্য রাখেন নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, পলাশ মণ্ডল, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, নৃত্য পরিবেশন করে অঞ্জলি মৃধা, রাজ্যশ্রী দাস। সঙ্গীত পরিবেশনায় শিল্পী সেন। সবশেষে ২টি নাটক মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্মশালা ভিত্তিক নাটক 'বিধাতা পুরুষ'। রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। মেদিয়া ছাত্র কল্যাণ বিদ্যাপীঠের একটি ছোটদের নাটক। রচনা ও নির্দেশনা কমল কৃষ্ণ পাইক।

পুষ্প প্রদর্শন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১৩ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা মেলা প্রাঙ্গনে হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে ৪১তম পুষ্প প্রদর্শনী হল। উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির কর্ণধাররা। এই মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির পুষ্প সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন অনেকেই যা শিলিগুড়ির আপামর মানুষের দৃষ্টিনন্দন করেছে।

বাজিতপুরে স্বামী প্রণবানন্দজীর জন্মতিথি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১৩০তম আবির্ভাব তিথি উৎসব যথাযথ মর্যাদায় উৎযাপিত হল। বিশ্বজুড়ে স্থাপিত শ্রীশ্রী প্রণব মঠে প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিশেষভাবে পালিত হয়। এই তিথিতে অবিভক্ত বাংলাদেশে বর্তমানে মাদারিপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ভক্তদের কাছে এই বাজিতপুর ধামের প্রণব মঠ তীর্থক্ষেত্র সমতুল্য। এখানে মাঘী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে গত ১১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার থেকে ৩দিন ব্যাপী বিশাল

উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের শ্রীশ্রী প্রণব মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সঙ্গীতানন্দজী মহারাজ জানান, এই উপলক্ষ্যে অন্নকূট, অভিষেক, বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ, ধর্মালোচনা, প্রসাদ বিতরণ, সেবাদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত সমাগমে বাজিতপুর প্রণব মঠ কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। এর পাশাপাশি ঢাকা, খুলনা, নওগাঁও, সাতক্ষীরা, ফিজি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলকাতা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত প্রণব মঠ এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনটি উদযাপিত হয়েছে।

যাত্রা শিল্পকে বাঁচাতে লড়াই তৃণমূল ব্লক সভাপতির

অরিজিৎ মণ্ডল, মথুরাপুর: অ্যামেচার যাত্রা শিল্পকে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বাঁচিয়ে রাখতে এভাবেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মথুরাপুর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার। কখনো তিনি মানুষের সামনে উপস্থিত হন দেবীপুর গ্রামের বিবেকবান মাস্টারমশাই হয়ে আবার কখনো বা সমাজের অবক্ষয় রুখতে করা পুলিশ অফিসার আবার কখনো বা প্রেম ব্যর্থতার কাহিনীর সেই দেবদাস চরিত্রে মানুষের সামনে উপস্থিত হন। আসলে সারাক্ষণই জনসংযোগ মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে যার কাজ তিনি সুন্দরবন এলাকায় অ্যামেচার যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এভাবেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। দিনের পর দিন সোশাল মিডিয়া, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম প্রভৃতির সৌজন্যে হারিয়ে যাচ্ছে যাত্রা শিল্প। একটা সময় মানুষ টিকিট কেটে এই যাত্রাপালা দেখতো। কিন্তু আজ তা গ্রামবাংলা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। আর এই যাত্রা শিল্পর সঙ্গে এখনো পর্যন্ত জড়িত প্রচুর মানুষ

আলোকসজ্জা, মিউজিসিয়ান, মেকাব আর্টিস্টরা প্রত্যেকের জীবন নির্ভর করে এই যাত্রার ওপর দাঁড়িয়ে। তবে সেই যাত্রা এখন আর দেখাই যায় না আর তাই যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এই ভাবেই রাজনৈতিক কাজকর্ম সামলেও কখনো বিনা পয়সায় আবার কখনো বা স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন মেলা পূজা পার্বনে যাত্রা শিল্পীদের নিয়ে এভাবেই বিভিন্ন মঞ্চে যাত্রা করে বেড়ায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি।

সারাদিন কখনো পঞ্চায়েত অফিসে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সোনা আবার কখনো বা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদান তার মাঝেও সময় বের করে যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এভাবেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার। আর এভাবেই কখনো তিনি দেবীপুর গ্রামের মাস্টারমশাইয়ের চরিত্রে বিবেকবান সমাজের অবক্ষয়কে বাঁচানোর চেষ্টা, কখনো বা দুষ্কৃতী মুক্ত সমাজ গড়তে কঠোর পুলিশ অফিসার হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন মানুষের সামনে। অনেক সময় রাজনৈতিক কর্মসূচি সামলে যাত্রা পৌঁছানো কষ্টকর হয়ে ওঠে তার পরেও প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার যাত্রা ও যাত্রা শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে এভাবেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার।

কবিতা

স্মরণ
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সময়, এখন দুঃসময়, বাঁধা পড়ে রই
রবীন্দ্র নজরুল সই, চক্রব্যূহ ভেদে অগ্নিবীণার বোন
আলোকিত কৃষ্ণ মৃত্তিকার কোল ।
ঘরে তুলি সব অমৃত ফসল ॥
(রামপুরহাট, বীরভূম)

ছবি
আবদুল হান্নান

সুখে ছোঁয়া দুঃখে নোয়া–এই নিয়ে জীবন
শুরু হয় পথ চলা সাথে থাকে পণ
ছেকে গেলে ঠকে যায় পিঠ ঠেকে দেয়ালে।
জিতে গেলে জয়কার রমরমা ধ্বনি ওঠে
সব যেন পেয়ে গেল বিলাসের কুঁড়ি ফোটে
হাড়–ভাঙা শ্রম ঘামের কল্লের কাহনে
যেথা যায় শুরু করে বসে বসে বাহনে।
স্বস্তির শ্বাস ফেলে বস্তির বেড়া দেখে
ক্ষণইকের আসা–যাওয়া সব যেন জয় ঢাকে
ভুলে যায় চোখ দুটি বুঝলেই অন্ধকার
নিমেষে নেমে আসে হয়া যায় ছারখার।
তবুও মানুষ বোঝে না যে জীবনের মানে কি
ধনী আর গরীবের বাছাই–তে হয় কি?
জ্ঞান আর মানবতা আছে এক কথা
সেটাই না থাকলে জীবন যে বৃথা!
আসা যাওয়ার মাঝখানে যেইটুকু থাকা
এ সব টুকু রয়ে যায় তাতা ছবি আঁকা
(সীতারামপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

ভগবান লেখেন না কিছু
অরুণ কুমার মান্না

তোমার জন্ম মৃত্যু থেকেই তবু মৃত্যু ভয় !
নিয়তি লেখ নিজের হাতে অন্য হাতে নয় ।
ভগবান লেখেন না কিছু উনি নির্বাক
মহাপ্রলয়ে শান্তি সুখ সব ভেসে যাক –
বাইরে শাসনের শৃঙ্খল স্রোত অনর্গল
ভেতরে, সাঁতার জানো? থই থই জল
জলে আদি প্রাণ, ছুঁয়ে দেখো তীব্র মোহ সুখ,
তোমার আধপোড়া নাভি ওখানে থাকুক!
(বিনগ্রাম, হুগলি)

কল্পনা
ভীমচন্দ্র ঘোষ

সমস্ত কল্পনা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিগন্ত পারে
শত দুঃখকে বাছাই করেছি হৃদয়মণ্ডলীতে
কিছু প্রশংসা কুড়িয়েছি– এই মাত্র
ঝর্ণায় ঝরে পড়া অন্নবৃষ্টিতে
কালের সেতুতে পা বাড়িয়েছি
ঘন গাঢ় নিঝুম অন্ধকারে
তবুও উজ্জ্বলতায় মিশে যাচ্ছি মাটির ঘ্রাণে
সমস্ত গোপনতা ভাঙি–চুরি, ছন্দময় জীবনে
অন্তরে ভেসে উঠছে কল্পনা পীড়িত মুখ
বুনে যাচ্ছি বীজ সৃষ্টির নেশায়॥
(কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

জীবন
সন্তোষ কুমার সরকার

একটি দিন কেটে যায়. স্মৃতি হয়ে যায় মনে
একটি পুজো কেটে যায়, আবার ফিরে আসে পুজো
এভাবেই তৈরী হয় স্মৃতির উত্থান পতন।
শৈশব যায়, কৈশোর যায় – যৌবন যায়
আসে বার্ধ্যকের পালা
একদিন জরাজীর্ণ দেহের হয় অবসান–
পড়ে থাকে ভাটা
হয়তো বা ঐ সৈকতের বালুচরে
কিছু সমুদ্রতটে মুক্তি এলোমেলো বিছিয়ে থাকা।
(যাদবপুর, কলকাতা)

ভাষা ভাবনা
রুনু পাল

যত খুশি ভাব মন তুমি তো আদি অন্ত
এ পথ সে পথ ঘুর পথে আবার স্ব–শাসনে বস ।
ছবি সে তো নয় মরীচিকা, আমারই চারিপাশে হেঁটে যায়
রক্তাক্ত শহিদ, অকালে অবেলায়
শূণ্যমন লয়ে নিজের কণ্ঠরোধ করে
মায়ের সান্নিধ্যে আধো, অগোছালো টলোমলো পায়ে
অবলীলায় বুঝিয়ে দেয় শিশুর চাহিদা।
প্রকৃতির জল হাওয়ায় হৃষ্টপুষ্ট চারা আজ মহীরূহ,
অথচ বিচ্যুত আজ সেই মাটি হতে,
ভাসা ভাসা কিছু দুর্বল, কিছু তরল শব্দে দিন চলে তার
গায় না আজ আর উদাত্ত কণ্ঠে
মনের অশান্তি অতৃপ্তি নিবারণে।
অতি দ্রুত তালে চলেছে সে আজ
সংকর মাছিদের ভিড়ে।
জানি না কবে সে ফিরিবে স্বাধীন সত্ত্বার নীড়ে!
(বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

নীলিমা
দত্তা রায়

আবদারে রাত, ফিনফিনে জ্যোৎস্নায়
কাঁধে রাখে হাত পায়ে দেয় বেড়ি,
হাওয়ার তালে তালে মনকে যে ভাসিয়েছি।
নেই কোন পথ, ধূ ধূ অন্ধকার
সীমানায় আমি, নিজেকে হারাচ্ছি
কাল যদি কেউ খোঁজো, জেনো আমি তার।
ভাসিয়েছি ভেলা, দূর নীলিমায়॥
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বলতে পারো
রিয়াদ হায়দার

যে ছেলেটা ফুটপাথে রোজ হোটেলেতে বাসন মাজে,
যে মেয়েটা বাঁচার আশায় গলির মুখে পরীর সাজে
তাদের কাছে জীবন জুড়ে পূর্ণিমা চাঁদ ঝলসে ওঠে,
বলতে পারো তাদের বুকে কখনো কি গোলাপ ফোটে ?
যে মানুষটা পেটের টানে দু–মুঠো ভাত ভিক্ষে করে,
যে শিশুটা কালে পেটে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে
বলতে পারো আলোর দিশা কখনো আসে তাগের ঘরে ?
অন্ধকারে হারায় জীবন মাথার উপর বৃষ্টি ঝরে !
যে মানুষটা শীতের রাতে ছেঁড়া কাঁথায় দু–চোখ বোজে,
পেটে তাদের খিদের আগুন অন্ধকারে আলো খোঁজে!
বলতে পারো তাদের জন্য ক–জন মানুষ এগিয়ে আসে?
তবুও দেখো তাদের চোখে বাঁচার জন্য স্বপ্ন ভাসে !
চলার পথে এসব ছবি মনকে ভীষণ টানে,
এদের জন্য এগিয়ে এলে খুশীর জোয়ার প্রাণে ....
(সরিষা আশ্রম মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

যেদিন হব বড়
শক্তিপদ পণ্ডিত

লেখাপড়া করার সাথে শরীর গড়তে হবে,
আয়রে ভোলা, আয়রে বিশু খেলতে যাবো সবে ।
খেলার মাঠের সবুজ ঘাসে করব ছোটাছুটি
যা খুশী তাই খেলব সবাই, ধূলোয় লুটোপুটি।
সতেজ হবে সারা শরীর থাকবে ভালো মন–টা
কী খেলা যায় বলতো রুশি, লাগবে ভালো কোনটা
খেলার সময় খেলতে যাবো, পড়ার সময় পড়া,
মনের মধ্যে স্ফূর্তি রেখে জীবন হবে গড়া।
অবুঝ যারা বুঝবে সেদিন, যেদিন হবে বড়
বলবে না কেউ আর কাউকে, খেলা ছেড়ে পড়ো॥
(বেহালা, কলকাতা–৩৪)

এসো রক্তে রক্তে বেঁধে থাকি
পার্থ সারথি সরকার

আমাদের মাথার উপর মিসাইল
বুকের সামনে কামান জারি
পায়ের কাছে শবের স্তুপ
পশ্চাতে খণ্ড–বিখণ্ড বাড়ি
আমাদের কালো ঠোঁট ভেজা চোখ
রুটির সারিতে জ্বলন্ত মজ্জা
আমাদের কোন রাস্তা নেই
মাটির নীচে পাতা শয্যা
ফুলের পাশে শিশুর রক্তপিণ্ড
নারীর ছিন্নবস্ত্র ধূলায় পড়ে
আমরা পরজীবি পানি–প্রার্থী
আমরা নিতান্তই গেছি মরে।
একটা বিশ্ব আর জেগে নেই
এই বিশ্ব তপ্ত ইস্পাত
এই বিশ্ব চায় না বৃষ্টি
চায় শুধু তুমুল অগ্ন্যুৎপাত
তবু কিছু চোখ পথে জ্বলে
রাস্তা করে দেবে রাস্তাই
এসো রক্তে রক্তে বেঁধে থাকি
লড়িয়ে দিতে হবে লড়াই।
(কলকাতা–৪১)

কাজ ও যন্ত্রদানব
অমলেন্দু বিকাশ দাস

লোকে তো বলবে অনেক ক'জনা হিসাব বোঝে
দশ টাকা কাজে এলে ক'টাকা কাজে লাগে !
হয়েছে দেশ তো স্বাধীন তাও প্রায় পঁচাশ বছর
তবুও সব মানুষে পায় না সুখের প্রহর ।
চলছে পড়াশোনা পড়া শেষে কাজ তো চাই
সবকিছু করার পরেও দেশে আজ কাজ নাই
পরিযায়ী, মিজশ্রমিক করে কাজে ঘোরাঘুরি
বড় বড় যন্ত্রদানব করে আজ কর্মচুরি
সুষম কাজের নামে যা কিছু চলছে রণে
কাজের চেয়ে যন্ত্রদানব হাতের কাজ নিচ্ছে টেনে॥
(রায়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

থাকবে ভালো যোগে
স্বপন কুমার মান্না

শরৎ বাবু বলল ডেকে, শুনছো বাবা রাম
এসো কাছে বসো পাশে, করো যোগ ব্যায়াম।
নিত্যই যদি করতে এই কাজটি হেসে,
অসুখ–বিসুখ থাকবে দূরে, রোগ পালাবে শেষে।
কয়লা তাপে যেমন পুড়ে হয় যে পাকা ইঁট,
যোগের নিয়ম চললে পরে থাকবে শরীর ফিট।
বিছনা ছেড়ে দাঁড়াও দেখি ভোর বেলাতে ওঠো,
রেল কলোনীর মাঠখানাতে পারলে দু'পাক ছোটো।
শরীর মনের ভারসাম্যের রক্ষা কবচ যোগ,
বাড়বে দেখো মনের শক্তি দূরেই যাবে শোক।
(চাউলখোলা, দঃ ২৪ পরগণা)

মলিন মানবতা
সুচন্দ্রনাথ দাস

মানুষে মানুষে সম্পদে–সম্মানে সমতা নেই কিছু,
মেঘের চাদরে ঢাকা সূর্যের মতো মলিন মানবতা।
সবুজ পাতার মতো সতেজ কত হৃদয়ে
অপমানের ক্ষত করে সমাজ–ধর্ম–রাজনীতি।
আলোর উৎসবের পাশে ব্যথিত কত বঞ্চিত প্রাণ,
তোখের কাজলে লেখা কবিতা অশ্রুতে মুছে যায়।
মানবতার মর্মে গেঁথে দেওয়া হয় তীব্র সন্ত্রাস,
বঞ্চনা স'য়ে নিয়ে মানুষ মুখ বুজে কাজ করে।
সত্যের পথে জয় সব নয়, পরাজয়ও ঘটে
সভ্যতার নখদন্তের আঁচড়ে মলিন মানবতা।
ধর্মের কবচ–ধারণে দুঃখ–দৈন্য
থেকে মুক্তি নেই
শ্রমজীবি মানুষের রক্তে
রাঙা রাজনীতির ধ্বজা।
রাক্ষসের মুখের মত মেঘ বৃষ্টি নেই এক ফোঁটা
অশ্রু–ঘামে সেচ দিলে স্বপ্নের ক্ষেতে সামান্য ফসল।
খামারে–কারকানায় কত ব্যথিত মানুষের ভিড়
সভ্যতার বুকে এঁকে যায় কাদা–মাখা পায়ের চিহ্ন ॥
(দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া)

ফাগুনের আঙ্গিনায়
শেফালী সরকার

২১ আমাকে বারবার ডাকে
ফাগুনের আঙ্গিনায়,
খুশির হিল্লোল ধানের শিষে
বাতাসের ইশারায়।
রক্তের আখরে লিখে গেছে
যারা মাতৃভাষার জয়গান,
বিশ্বদুয়ারে তাই সকল দেশের
মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান।
অমর ২১–কে বুকে নিয়ে সকল দেশ
আজ উঠেছে খুশিতে মেতে।
(মুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

বাংলা ভাষার এ কেমন দশা!
সুকুমার মণ্ডল

বাংলা আমার মায়ের ভাষা, মায়ের মতই মিষ্টি
গরম দিনে যেমন লাগে কালবোশেখির বিষ্টি
বাংলা গানে জুড়ায় পরান, ফাগুন হাওয়ার পরশ
বাংলা আমার মায়ের ভাষা, সবার চেয়ে সরস।
ভবম নাপিত, টুনটুনি বা ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী
কোন ভাষাতে এমন মজা বলতে পারো তুমি?
পক্ষীরাজের পিঠে চেপে সাতসাগরে পাড়ি
গল্প শোনা যায় না মেপে, ঘুমের সাথে আড়ি!
বাংলায় কিছু লিখতে হলেই বাঙালীর ছেলে মেয়ে
কোঁচকায় ভুরু বানানের খোঁজে, ওঠে তারা ঘেমে নেয়ে
ইংরাজীতেই স্বচ্ছ তাহারা, বাংলায় মরে লাজে
মিষ্টি সুরের বাংলা গানেরা রক সুরে গেছে মজে
হারিয়ে ফেলেছি ভাষার গরব, চারিদিক তাই ধু ধু
চারপাশে শুনি খিচুড়ির ধ্বনি কানে ঢালে নাকো মধু
মায়ের ভাষার জন্য যারা দিয়েছিল বলিদান
দিয়েছি তাদের কতটুকু মান, কতটুকু সম্মান॥
(কলকাতা)

বর্তমান অতীত
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

বর্তমান দেখা দেয় মুহূর্তের জন্য,
তারপর অতীত,
যা আজ নতুন, কাল সে পুরাতন,
হারানো পথ কত।
রাতের আহব্বান থাকবে পরন্ত বেলার রোদে,
আবার ঘরে ফেরার তাগিতাতে।
নতুন দিনের কোলাহলে মুখোরিত প্রাণউজ্জ্বল, চঞ্চল
নিশীথিনী রাতের বুক খুঁড়ে আনবে এক ফুটন্ত সকাল
ভ্রমরের গুঞ্জনে রচে জীবন সূচনার যত কাহিনী,
পৌঁছে দেয় জীবন, কত জীবনের সাথে,
রাখে কত দিনলিপি।
যত লেনদেনের হিসাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখে,
কিন্তু কোনও হিসাব মেলে কি এই জীবন চলাতে?
দক্ষিণী সমীরণে বসন্তে,
অন্তরে অন্তরে উঁকি মারে হিল্লোলে,
নতুন পুরাতন খেলাঘরে,
স্বপ্নের কলিরা আসে ভবিষ্যতে।
আসে যায় রেস্তোরার টেবিলে,
কত সিগারেট এখনো জ্বলছে নিভছে।
কত প্রেমিক–প্রেমিকার হাত ধরে ফুটপাতে,
রাজপথে, নির্জনে
গোলাকার রক্তিম সূর্য উঠছে শীতের
কুয়াশার বুক ছিঁড়ে
জাগছে প্রকৃতির কত প্রাণ
ফুটন্ত সকালে শিশিরের শব্দে
ভালবাসার কলিরা ফুটছে, বিক্রির
জন্য নয় ভালবাসার জন্যে
এ জীবন দুয়ারে ভোরের আলো ফুটছে
ক্রমশ বকের ডানায় ডানায়
উড়ন্ত শ্বেত কপত–কপতীর ডানায়
রোদ্দুর জীবন ব্যস্ততা মেলছে সময়।
(কলকাতা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিং

আঁতস কাঁচে

অভিষেক বরুণের

বয়স ৩৩ বছর ১৬৪ দিন। একদিনের আন্তর্জাতিকে অভিষেক হল বরুণ চক্রবর্তীর। সবচেয়ে বেশি ৩৬ বছর বয়সে ওডিআই অভিষেক হয়েছিল ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের। বরুণের হাতে ওডিআই ক্যাপ তুলে দেন রবীন্দ্র জাদেজা।

অবশেষে সেঞ্চুরি

হিসেব কষলে ৪৮৭ দিন। অবশেষে ওডিআইতে দেখা গেল হিটম্যান শো। এল সেঞ্চুরি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রোহিত শর্মার ঝুলিতে এল ৩২ তম সেঞ্চুরি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয়, দেশের মাটিতে চতুর্দশ। ৩০ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেছিলেন। মাত্র ৭৬ বলে সেঞ্চুরি করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জয়ের মঞ্চ তৈরি করে দিলেন। করলেন ৯০ বলে ১১৯ রান। এরমধ্যে ১২ চার আর ৭ ছয়। আর ছক্কা হাঁকিয়েই পূর্ণ করেন কটকে সেঞ্চুরি।

বাদশাহী আংটি

বাদশাহী আংটি! টি২০ জয়ের প্রায় মাস ছয়েক পরই রাজকীয় এই আংটিই উপহার দিয়েছে বিসিসিআই। সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানেই বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি ধরে রাখতে রত্নখচিত এই আংটি বিশ্বসেরা রোহিত- সূর্যকুমার-হার্দিকদের উপহার দেয় বোর্ড। সোনার তৈরি এই আংটিতে রয়েছে খোদাই করা 'অশোক চক্র'। প্রতি আংটিতেই রয়েছে ক্রিকেটারদের নাম ও জার্সি নম্বর। বিশ্ব ক্রিকেটে এমন আংটি সম্মান বেশ বিরল। যদিও এনবিএ বা এনএফএলএ-এ জয়ীদের এমন সম্মান দিতে দেখা যায়। আংটির সৌন্দর্যে বাদশাহী আংটিকেও যেন হার মানাবে।

আজব হ্যাটট্রিক

অভিষেকেই আজব হ্যাটট্রিক। একদিনের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচেই ৩ উইকেট তুলে নেন হর্ষিত রানা। তাতেই তিনি ঢুকে পড়লেন রেকর্ড বইয়ে। ব্যাপারটা কী! আসলে, তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই অভিষেকে ৩ উইকেট পাওয়ার নজির আর কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের নেই। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট অভিষেক ও ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ অভিষেক, দুক্ষেত্রেই ৩টি করে উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে পারথে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন হর্ষিত। পারথ টেস্টে নেন ৩ উইকেট। আবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ঘরের মাঠে কনকাশনে শিবম দুবের জায়গায় প্রথমবার মাঠে নেমে তুলে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট।

মার্চেই ম্যাচ

আগামী মাসে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। কোয়ালিফায়ারে ব্লু টাইগার্সদের প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। সেই ম্যাচটি খেলা হবে শিলংয়ে। মঙ্গলবার এআইএফএফের তরফে জানানো হয়েছে, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারত।আগামী ২৫ মার্চ এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে ভারতের প্রথম ম্যাচ।

স্পোর্টস ফিল্ম

শহরে আরও একটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এবার আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ঝড়ে কাবু শহর তিলোত্তমা। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেন একেবারে চাঁদের হাট। সোমবার রোটারি সদনে ঘণ্টা বাজিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক জুটি সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ, অভিনেত্রী বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় এবং শতাক্ষী নন্দী।

জাতীয় গেমস

জাতীয় গেমসে ফের সেরা বাংলার জিমন্যাস্টিক্স দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় গেমসের আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের দলগত বিভাগ যেন পয়া ইভেন্ট বাংলার মেয়েদের কাছে। এর আগে গুজরাটে, গোয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসের এই বিভাগে সোনা জিতেছিলেন প্রণতি দাসরা। উত্তরাখণ্ডের মাটিতেও আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের মেয়েদের দলগত বিভাগে সোনা জিতে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন বাংলার মেয়েরা।তবে এবার বিদিশাদের যেন মনটা একটু খারাপ। গতবার দলগত বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্রকেই পিছনে ফেলে সোনা জিতলেও পয়েন্টের ব্যবধানটা ছিল অনেক বেশি। এবারও রুপো জিতল সেই মহারাষ্ট্রই। কিন্তু বাংলার থেকে মাত্র দু'পয়েন্ট পিছনে শেষ করেছে তারা। বাংলার সোনাজয়ী আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের দলে ছিলেন প্রণতি দাস, বিদিশা গায়েন, প্রতিষ্ঠা সামন্ত, ঋতু দাস ও জিনিয়া দেবনাথ। গতবার পর্যন্ত এই দল ছিল ছয় জনের। এবার থেকে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার নতুন নিয়ম অনুযায়ী দলে থাকছেন পাঁচজন সদস্য। গতবারের দল থেকে এবার চোটের জন্য সরে দাঁড়িয়েছেন তিয়াশা কুণ্ডু। আর নতুন সংযোজন হিসাবে এসেছেন প্রতিষ্ঠা সামন্ত। যিনি এর আগে জাতীয় গেমসে নেমেছেন ত্রিপুরার হয়ে।২০১১ থেকে জাতীয় গেমসে নামছেন প্রণতি। সোনা জিতে বলছেন, "বরাবর এই বিভাগে আমাদের মেয়েরা ভালো ফল করে। আমাদেরও ভালো ফল করতে হতই। টানা তিনবার সোনা জেতা মাথায় ছিল না। তবে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।" বাংলার আর এক জিমন্যাস্ট বিদিশা সরাসরি বলছেন যে, সোনা জিতলেও মহারাষ্ট্রকে আরও পিছনে ফেলতে না পেরে তাঁর মন খারাপ। বললেন, "মহারাষ্ট্রকে আরও পিছনে ফেলা উচিত ছিল আমাদের। তাই মনটা একটু খারাপ। এই জয়ের পর ব্যক্তিগত লক্ষ্য থাকবে সামনের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে ভালো ফল করা।" দলের সঙ্গে জিএফআই অফিসিয়াল হিসাবে এসেছেন অনুপ কুণ্ডু। যিনি আবার রাজ্য জিমন্যাস্টিকস সংস্থার যুগ্ম সচিবও। গত দুবারও এসেছিলেন দলের সঙ্গে। প্রণতিদের সোনা জয়ের হ্যাটট্রিকের সাক্ষী হতে পেরে খুশি তিনি। বলছিলেন, "আমরা আশাবাদী ছিলাম এই ইভেন্ট নিয়ে। এবারে ছয় জনের দল থেকে পাঁচ জনের দল করে দেওয়া হয়েছে ইভেন্টে। তিনবার চোখের সামনে দেখলাম বাংলার মেয়েরা সোনা জিতছে। এটাই প্রাপ্তি। তবে এবারে আমাদের দ্বিতীয় দলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানটা কমে গিয়েছে। আশা করছি আগামী বছর আবার ঠিক হয়ে যাবে।" এবার জাতীয় গেমসে জিমন্যাস্টিক্সে বাংলার কোচ কর্তা খেলোয়াড়-সহ মোট ৪৯ জন সদস্য উত্তরাখণ্ডে এসেছেন।

একইদিনে জোড়া পদক জিরাটের মেয়ে মৌমিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রূপোর বদলা সোনা! ১০০ মিটার হার্ডলসে হারের বদলা লং জাম্পে। নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে সাফল্যের রং বদলের নজির মৌমিতা মণ্ডলের। একইদিনে কয়েকঘণ্টার মধ্যে সাফল্যের রং বদলের ঘটনা ঘটিয়ে মৌমিতার আক্ষেপ, বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। কারণটা ফোন বিভ্রাট। উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনে জাতীয় গেমসের আসরে ১০০ মিটার হার্ডলসে জ্যোতি ইয়ারাজি যখন সোনা জিতলেন, তখনই মনস্থির করে ফেলেছিলেন মৌমিতা মণ্ডল। তার পরের ইভেন্ট ছিল লং জাম্প। ব্যবধান মাত্র কয়েক ঘণ্টার। কিন্তু ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা যাঁর অভ্যাস, তিনি হার মানবেন কেন! ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার জেদ, ফলশ্রুতি ৬.২১ মিটার লাফিয়ে সোনা জয়। একইদিনে জোড়া পদক জিতে সিনিয়র ইভেন্টে বাংলার হয়ে নজির গড়লেন হুগলির জিরাটের মেয়ে মৌমিতা। মোবাইল খারাপ হয়ে যাওয়ায় সকাল থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাননি। রাজ্য সরকারের তরফে পদকজয়ী খেলোয়াড়দের জন্য চাকরি এবং আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সেকথা বলতেই মৌমিতা বলেন, 'আমি পূর্ব রেলে চাকরি করছি। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, আমার পাশে যেন দাঁড়ানো হয়। বাংলাকে অনেক দিন ধরে জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক দিয়ে এলেও তেমন কোনও সাহায্য পাইনি। তার ফলে একটা সময় বাধ্য হয়ে মুম্বইয়ে চলে আসতে হয়। প্রচারের আলো যেন আমাদের উপরেও পড়ে।' মৌমিতা বলেন, ফেডারেশন কাপে ভালো ফল করার পরে আগামী বছর এশিয়ান গেমসে ভারতকে পদক দিতে চাই। তার আগে অবশ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ফেডারেশন কাপেও সোনা জয় লক্ষ্য।

টেবিল টেনিসে জয়জয়কার বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিসে জয়জয়কার বাংলার। পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই সোনা এল বাংলার ঘরে। দুটি বিভাগেরই ফাইনালে বাংলা হারিয়েছে শক্তিশালী মহারাষ্ট্রকে। মহিলাদের বিভাগে বাংলার জয় ৩-১ ব্যবধানে। অন্যদিকে, পুরুষদের বিভাগে বাংলা ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে সেই মহারাষ্ট্রকেই। সেমিফাইনালে দিল্লিকে হারিয়ে রুপো আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল বাংলার মেয়েদের। সোনা আসে কিনা, সেটাই ছিল দেখার। অবশেষে ফাইনালেও বাজিমাত। বাংলাকে সোনা এনে দিলেন সুতীর্থা মুখার্জি, ঐহিকা মুখার্জি, পয়মন্তী বৈশ্যরা। ফাইনালে প্রথম সিঙ্গলসে স্বস্তিকা ঘোষকে হারিয়ে বাংলাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সুতীর্থা মুখার্জি। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে দিয়া পরাগ চিতালের কাছে হারেন ঐহিকা মুখার্জি। তৃতীয় সিঙ্গলসে তানিশা কোটেচাকে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে বাংলাকে এগিয়ে দেন পয়মন্তী বৈশ্য। ফিরতি সিঙ্গলসে স্বস্তিকাকে হারিয়ে বাংলার সোনা নিশ্চিত করেন ঐহিকা মুখার্জি। দলে থাকলেও ফাইনালে খেলেননি মৌমা দাস। কম্বিনেশনের জন্যই ফাইনাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মৌমা। দল সোনা জেতার পর মৌমা বলেন, 'সোনা জিততে পেরে খুবই ভাল লাগছে। ফাইনালের প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র খুবই শক্তিশালী ছিল। ফাইনাল একেবারেই সহজ ছিল না। আগের ম্যাচগুলিতে খেললেও ফাইনালে সঠিক কম্বিনেশনের জন্য খেলিনি।'এদিকে, পুরুষদের ফাইনালেও দাপট দেখালেন অনির্বান ঘোষ, আকাশ পাল, সৌরভ সাহা, রনিত ভঞ্জ, অনিকেত সেন চৌধুরিরা। ফাইনালে বাংলা ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে মহারাষ্ট্রকে। প্রথম সিঙ্গলসে অনির্বান ঘোষ হারান যশ মোদিকে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে রেইগানকে হারিয়ে বাংলাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দেন আকাশ ঘোষ। তৃতীয় সিঙ্গলসে চিন্ময়া সোমাইয়াকে হারিয়ে বাংলার সোনা জয় নিশ্চিত করেন সৌরভ সাহা।

টোটোচালকের মেয়ে জোড়া পদকজয়ী, এখন চাকরির আশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের ফিরলেন সোনার মেয়ে সাথী মণ্ডল। জাতীয় গেমসে যোগাসনে একটি সোনা এবং একটি রুপোর পদক জিতে নিজের বাড়ি ফিরেছেন সাথী। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কালনা বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব সাতগেছিয়া গ্রামে। পদকজয়ের পর গ্রামে আসতেই সোনার মেয়েকে বরণ করে নেওয়া হয়। স্থানীয় পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি ক্লাবের পক্ষ থেকে সাথী ফিরতেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।ট্র্যাডিশনাল যোগাসনে সাথী জিতেছিলেন রুপো। রিদমিক পেয়ারে তিনি সর্বশ্রী মণ্ডলের সঙ্গে মিলে সোনা জেতেন। নিজের গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন সোনার মেয়ে সাথী। এরপর নিজের স্কুল সাতগেছিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যান পাশাপাশি সাতগেছিয়া হাইস্কুলেও যান। দুই স্কুলেই সোনার মেয়েকে বরণ করে নেওয়া হয়। ঘরে ফেরার পর সাথী নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় জানান, খুবই ভালো লাগছে আমি প্রথমবার জাতীয় গেমসে অংশগ্রহণ করলাম, একটি রূপো এবং একটি সোনার পদক জিতলাম। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার ম্যাডাম স্বপ্না পালকে এবং সৌমেন স্যারকে। তিনি ভিয়েতনামে থাকেন কিন্তু অন লাইনে ক্লাস করান। সেই সঙ্গে মা-বাবাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। কারণ আর্থিক সমস্যা তাঁরা আমাকে বুঝতেই দেননি। তাঁরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। সাথীর বাবা শ্যামল মণ্ডল পেশায় টোটোচালক। তিনি বলেন মেয়ের সাফল্যে আমি খুবই গর্বিত। আমার স্ত্রী রূপালি মণ্ডল কালনার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে আয়ার কাজ করেন। প্রথম ইভেন্টে একটুর জন্য সোনা হাতহাড়া হয়, কিন্তু তার পরের ইভেন্টেই বদলে গেল পদকের রঙ, কীভাবে সম্ভব হল, এই প্রসঙ্গে সাথী বলেন, প্রথম ইভেন্টে রূপো পাওয়ায় একটু মন খারাপ হয়েছিল, ভেবেছিলাম আরও একটু ভালো করলেই সোনা পাওয়া যেত। এরপর স্যার-ম্যাডাম আমাকে বলেন, মন খারাপ করো না, এখনও একটা ইভেন্ট বাকি আছে সেটায় সেরাটা দাও। দেখবে ঠিক সোনা পাবে। অবশেষে সেটাই হল। বাংলা দলে ট্র্যাকসুট নিয়ে বিতর্ক হয়। অন্য রাজ্যগুলি ট্র্যাকসুট পেলেও বাংলার ক্রীড়াবিদরদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। এই নিয়ে সাথীর প্রতিক্রিয়া, কিছুটা খাপার লেগেছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বা পদক পাওয়ার পর মঞ্চে উঠার সময়গুলো খারাপ লাগে। আমার কাছে বাংলার একটা পুরানো ট্র্যাকসুট ছিল, তবে পদক জিতেছি। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে চাই না। পরের লক্ষ্য সম্পর্কে সাথী বলেন, আমার পরের লক্ষ্য এশিয়ান গেমস ২০২৬ সালেই জাপানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জাতীয় গেমস থেকেই এশিয়ান গেমসের জন্য দল নির্বাচিত হয়, এখন সেটাই আমার পরের লক্ষ্য। একইসঙ্গে সরকারি চারকির প্রসঙ্গে সাথী বলেন, খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছি। চাকরি পাব এটা একটা বিরাট ব্যাপার আমার জন্য।

জাতীয় গেমসে বাংলা থামল অষ্টম স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় গেমসে বাংলা পদক তালিকার অষ্টম স্থানে শেষ করল। বাংলার ঝুলিতে ১৬টি সোনা, ১৩টি রুপো ও ১৮টি ব্রোঞ্জ। এবারের জাতীয় গেমস থেকে বাংলার সবচেয়ে বেশি ১২টি পদক এল জিমন্যাস্টিক্স থেকে। ৫টি করে সোনা ও রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ। লন বল থেকে এসেছে ৮টি পদক (১টি সোনা, ৩টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ)। টেবল টেনিসে এল ৬টি পদক (৩টি সোনা ও ৩টি ব্রোঞ্জ)। সাঁতার থেকে এল ৫টি পদক। ২টি সোনা, ১টি রুপো ও ২টি ব্রোঞ্জ। যোগাসন থেকে ৩টি সোনা ও ১টি রুপো এসেছে। অ্যাথলেটিক্স, ভারোত্তোলন ও উশুতে এসেছে ২টি করে পদক। তিরন্দাজি, ফুটবল, খো খো, জুডো, লন টেনিস ও শ্যুটিং থেকে এসেছে ১টি করে পদক। সোনা সবচেয়ে বেশি এসেছে জিমন্যাস্টিক্স থেকে, সংখ্যাটি ৫। তিনটি করে সোনা এসেছে যোগাসন ও টেবল টেনিসে।

কালনায় উমাপতি কুমারের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালনা ২ ব্লকের চাগ্রামের উমাপতি কুমারের ১২৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে তার নিজের গ্রামের রাস্তার পাশে একটি ক্লাবের জমিতে বসল বল আর্টিস্ট নামে পরিচিত উমাপতির আবক্ষ মূর্তি। এই মূর্তির উদ্বোধন করলেন মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্ত। মোহনবাগান দলের প্রাক্তন এক ঝাঁক খেলোয়াড় তাঁর স্মৃতিতে শ্রী গদাধর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে স্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফুটবল খেলেন। জানা যায় ১৮৯৮ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি চা গ্রামে জন্ম উমাপতির। শৈশবে কিছুটা সময় গ্রামে কাটিয়ে বাবার সঙ্গে চলে যান বিহারের কিসানগঞ্জে। মোহনবাগানে ফুটবল খেলার পাশাপাশি আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রশাসনিক দায়িত্বে। ছোটখাট চেহারার হলেও আনায়াসে বাড়াতে পারতেন লম্বা লম্বা নিখুঁত পাস। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর খালি পায়ের লড়াই মুগ্ধ করেছিল ফুটবলপ্রেমীদের। কালনা ২ ব্লকের চাগ্রামের উমাপতি কুমারকে এলাকার মানুষই ভুলতে বসেছিলেন। মোহনবাগানে ফুটবল খেলার পাশাপাশি আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রশাসনিক দায়িত্বে। এলাকাবাসী জানান, খেলোয়াড় এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকাকালীন গ্রামের পারিবারিক দুর্গাপুজোয় তিনি নিয়মিত আসতেন। তাঁর সঙ্গে আসতেন চুনি গোস্বামীর মতো খেলোয়াড়রা। পুজোয় এসে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলতেন ফুটবল। ১৯৯২ সালে ২০ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।বছরখানেক আগে তাঁকে ঘিরে কিছু করতে উদ্যোগী হন তৃণমূলের কালনা ২ ব্লকের সভাপতি প্রণব রায়। ফুটবলপ্রেমী হিসাবে পরিচিত প্রণবের উদ্যোগে বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে গড়া হয় উমাপতি কুমার স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এই কমিটি উদ্যোগ নেয় বিখ্যাত খেলোয়াড়কে নিয়ে কিছু করার। শনিবার বিকেলে চা গ্রাম থেকে কিছু দূরে ইছাপুর শ্রীগদাধর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে তাঁর স্মৃতিতে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের হয়ে সবুজ মেরুন জার্সিতে মাঠে নামেন তুষার রক্ষিত, অমিত বাগচি, শিশির ঘোষ, স্বরূপ দাস, অচিন্ত্য বেলেল, দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীর ঘোষ এবং অমিত ভদ্র। প্রাক্তন তারকা খেলোয়াড়রা খেলেন কালনা ২ ব্লকের একটি দলের সঙ্গে। খেলায় মোহনবাগান জেতে ২-১ গোলে।খেলার মাঠে শিশির বলেন, মোহনবাগান ক্লাবে যখন বসে থাকতেন, ওঁর পায়ের দিকে বারবার র তাকাতাম। বলতাম একই তো পা, কী করে এত জোরে শট মারতে পারেন। এ দিন মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মোহনবাগান সচিব জানান, ভাল খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বড় মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রস্তাব, চা গ্রামে ফুটবলের জন্য শিবির হোক। এ দিন মূর্তি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ছিলেন উমাপতির পরিবারের সদস্যরাও। নাতি আশিস হাজরা বলেন, দাদুকে নিয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে। দাদু নিজের জন্মভূমির জন্য পাগল ছিলেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি শ্রীমন্ত ঘোষ সহ অনেকে।

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' লক্ষ্যে বর্ধমানে ম্যারাথন

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' সচেতন মানুষ মাত্রই সকলের কাছে এই স্লোগানটি এখন আর অজানা নয়। তবুও দেশ-রাজ্য-জেলাজুড়ে পথ দুর্ঘটনার যেন বিরাম নেই। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই পথ দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে পুলিশ-প্রশাসনের লাগাতার প্রচেষ্টা নজর কাড়ে। ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার বর্ধমানে জেলা পুলিশের এমনই একটি উদ্যোগ বিভিন্ন প্রশংসা লাভ করেছে। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ স্থানীয় একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ ক্রীড়াপ্রেমীদের সহযোগিতায় ৫ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত উল্লাস থেকে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল পর্যন্ত আয়োজিত এই ম্যারাথনে ১৬জন শিশু সহ মোট ৩২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। এলাকার পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অসংখ্য প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করায় ম্যারাথনটি আক্ষরিক অর্থেই বর্ণময় হয়ে ওঠে। এদিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দানের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে অসংখ্য মানুষ রাস্তার দু'ধারে উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আয়েশা রানি, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমানের পুরচেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার প্রমুখ বিশিষ্টজন। পথ দুর্ঘটনার কবল থেকে রেহাই পেতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকতরভাবে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' স্লোগানকে তুলে ধরতে এধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সকলেই সমর্থণ করেছেন।

প্রকাশিত

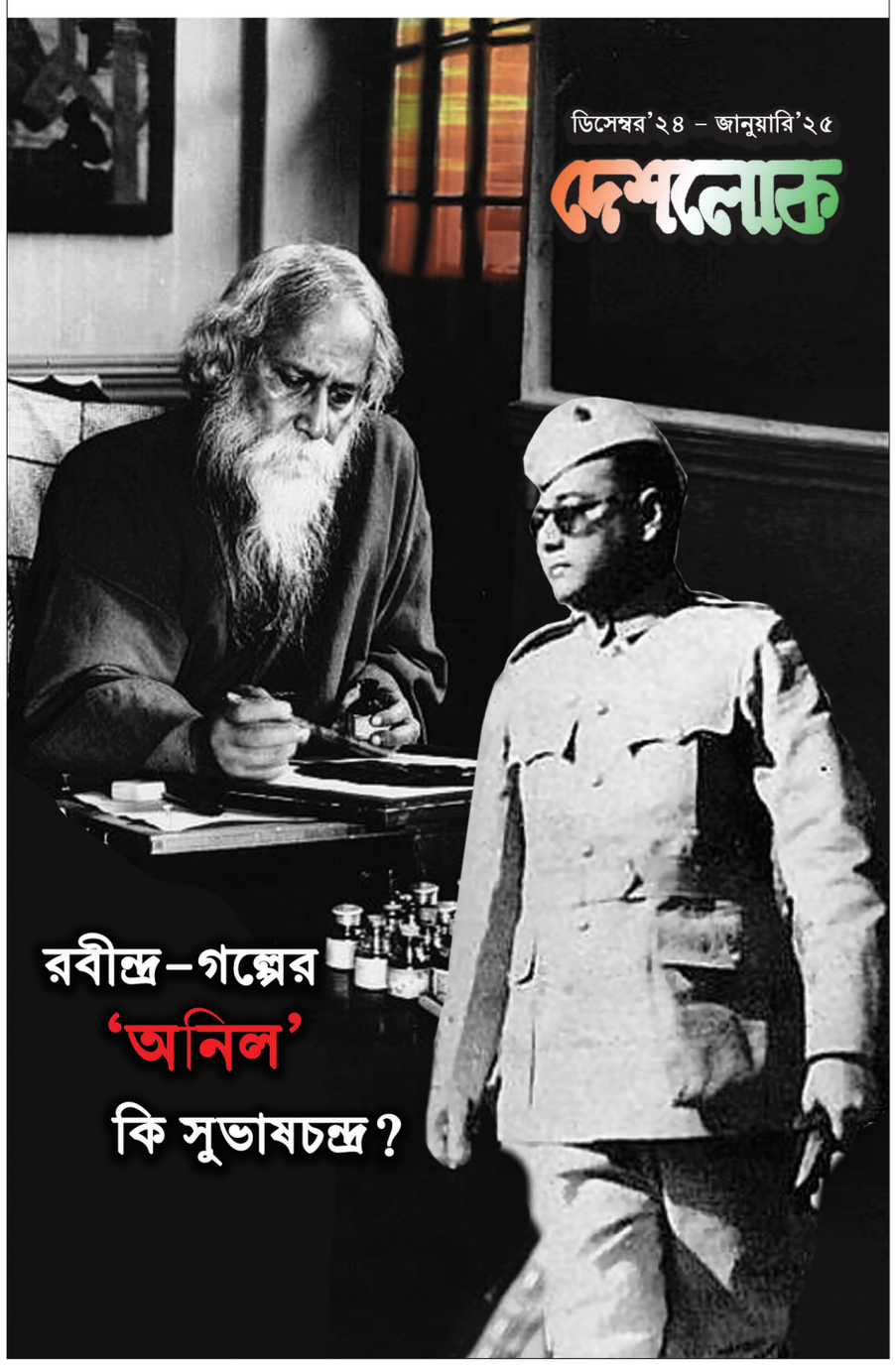

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com